Aladdin



১৯-০৪ ৪৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সিটিতে পাবলিক রেস্ট রুম সম্প্রসারণে ৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরো জুড়ে জনসাধারণের জন্য পাবলিক রেস্ট রুম সুবিধা বাড়াতে ৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



কংগ্রেসে জনসন-জেফ্রিজের দ্বৈরথ তীব্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একসময় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হতো হাউস স্পিকার মাইক জনসন ও ডেমোক্র্যাটিক মাইনরিটি লিডার হাকিম জেফ্রিজের সম্পর্ক। ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 16 / January 12, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ১৬ ‖ সোমবার, জানুয়ারি ১২, ২০২৬, পৌষ ২৮, ১৪৩২ ‖ রজব ২২, ১৪৪৭

মিনিয়াপলিসে আইস এর গুলিতে আমেরিকান নারী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে লাখো মানুষের ক্ষোভ; সিদ্ধান্তে অটল ট্রাম্প প্রশাসন

মিনোসোটায় আরো ফেডারেল এজেন্ট মোতায়েন

ব্লু-স্টেট ফেডারেল এজেন্টদের কার্যক্রম সীমিত করতে আইনপ্রণেতাদের উদ্যোগ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মিনিয়াপলিসে আইস এজেন্টের হাতে রেনি নিকোল গুড নামে ৩৭ বছর বয়সী এক নারী নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে লাখো লাখো মানুষের বিক্ষোভে উত্তাল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বেকায়দাপূর্ণ নির্বাসন নীতি এবং বেপরোয়া অভিবাসন অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন স্টেট ও শহরে। লাখো লাখো মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্যরাও এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

"আইস আউট ফর গুড" ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ধর্মঘটে যেতে পারেন ১৬ হাজার নার্স!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের প্রধান হাসপাতালগুলো এবং নিউইয়র্ক স্টেট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন রবিবার মধ্যরাতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য সময়সীমার বেধে দিয়েছে। যদি মধ্যরাতে সমাধান না হয় তাহলে প্রায় ষোল হাজার নার্স সোমবার ভোর থেকে ধর্মঘটে যেতে পারেন এমন শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সোমবার মন্টিফিওর মেডিকেল সেন্টার, মাউন্ট সিনাই হাসপাতাল, মাউন্ট সিনাই মর্নিংসাইড, মাউন্ট সিনাই ওয়েস্ট এবং নিউইয়র্ক-প্রেসবিটারিয়ান/কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার থেকে কাজ ছেড়ে দিতে পারেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন কোনো চুক্তি না হলে ধর্মঘট সোমবার সকাল ছয়টায় মাউন্ট সিনাই এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সকাল সাতটায় শুরু হবে।

ইউনিয়ন নেতারা জানিয়েছেন যে মন্টিফিওর, মাউন্ট সিনাই এবং নিউইয়র্ক-প্রেসবিটারিয়ানের সঙ্গে চুক্তি আলোচনায় মূল অসঙ্গতি বিষয়গুলো হলো স্বাস্থ্য সুবিধা, নিরাপদ ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লু সংক্রমণে ৭,৪০০ জনের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু সংক্রমণ ক্রমশই বাড়ছে এবং মৃত্যুও বাড়ছে। এছাড়া বিশেষ করে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) শুক্রবার জানায়, চলতি মৌসুমে ইতিমধ্যেই অন্তত ১৫ মিলিয়ন মানুষ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৮০,০০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং ৭,৪০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

সিডিসি এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শিশুদের ডাক্তার দেখানোর হার গত ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। চার বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ১৮% ডাক্তারি পরিদর্শনই ফ্লু সম্পর্কিত রোগের কারণে, যা ২০১৬ সালের পর সর্বোচ্চ।

এবিসি নিউজকে ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান জিঙ্ক জানিয়েছেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ডেটা পর্যবেক্ষণ করছি, এবং ছোট শিশুদের অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে আসা নিয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন।" তিনি যোগ করেছেন, "আমার আলাস্কার জরুরি বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা বলছে, আমাদের লবি পর্যন্ত রোগীদের বসানোর জায়গা যথেষ্ট ছিল না। অন্যান্য রাজ্যের সহকর্মীদের কাছ থেকেও একই ধরনের চরম চাপের গল্প শুনছি।" ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সামাজিক সুরক্ষার ফেডারেল অর্থায়ন স্থগিতের সিদ্ধান্তে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

নিউইয়র্কসহ ৫ স্টেটে 'সাময়িকভাবে অর্থায়ন' চালু রাখার নির্দেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের সামাজিক সেবা কর্মসূচির প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন স্থগিতে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে আটকে দিলেন ফেডারেল আদালতের বিচারক। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ ও যুক্তিকে আপাতত স্থগিত রেখে আদালত বলেছে, এই অর্থ আটকে দেওয়া নিয়ে গুরুতর সাংবিধানিক প্রশ্ন রয়েছে।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এর বিচারক অরুণ সুব্রামানিয়ান ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, মিনেসোটা, ইলিনয় ও কলোরাডোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ দিনের জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই সময়ের ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রাম্প প্রশাসনের স্থগিত সিদ্ধান্তের আওতায় তিনটি প্রধান ফেডারেল কর্মসূচি

- চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিসিডিএফ), যা প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার
- টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্স ফর নিডি ফ্যামিলিজ বা ট্যানফ, প্রায় ৭.৩৫ বিলিয়ন ডলার
- সোশ্যাল সার্ভিসেস ব্লক গ্রান্ট (এসএসবিজি) প্রায় ৮৬৯ মিলিয়ন ডলার

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE

Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ায় ৭৫০ বাংলাদেশি

ভিসা বন্ড বাতিলে ওয়াশিংটনের কাছে ঢাকার অনুরোধ

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত প্রায় ৭৫০ জন বাংলাদেশিকে দেশটি ত্যাগের বা ডিপোর্টেশনের চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ২৫০ জন বাংলাদেশিকে ফেডারেল এজেন্ট বা আইস এর আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ডিপোর্ট করা জন্য। বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট। এদিকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ও ভ্রমণ ভিসায় নতুন করে আরোপ করা ভসা বন্ড বাতিলের জন্য ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি



কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন



- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন ৭ লক্ষাধিক প্রবাসী



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে বিশ্বের ১২১টি দেশে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৮ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসি সূত্র জানায়, গত ২০ ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবাসী ভোটারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু হয়। প্রায় তিন সপ্তাহের ব্যবধানে নিবন্ধনকারী প্রবাসী ভোটারদের কাছে সব ব্যালট পাঠানোর কাজ শেষ হয়েছে।

ডাক বিভাগের এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিসের সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল শামীম সোহানী জানান, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইসি থেকে পাওয়া সব পোস্টাল ব্যালট বহির্বিশ্বে পাঠানোর কাজ বৃহস্পতিবার শেষ করেছে। বিমান বাংলাদেশ, এমিরেটস, মালয়েশিয়ান, সিঙ্গাপুর এবং সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে এসব ব্যালট পাঠানো হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে এগুলো সব গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

নির্বাচন কমিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, সিভিল এভিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'আউট অব কান্ট্রি ভোটিং' (ওসিভি)-এর এই বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক 'ওসিভি-এসডিআই' প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান জানান, নিবন্ধিত প্রবাসীদের মধ্যে প্রায় ৩ হাজারের বেশি ভোটার সঠিক ঠিকানা দেননি। ফলে তাদের ঠিকানায় ব্যালট পাঠানো সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, দেশের অভ্যন্তরে 'ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোট' ক্যাটাগরিতে ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। আগামী ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে তাদের কাছে ব্যালট পাঠানো শুরু হবে। দেশের ভেতরে ব্যালট পাঠানো এবং তা ফিরে আসার পুরো প্রক্রিয়ায় প্রায় ৭ দিন সময় লাগতে পারে।

সালীম আহমাদ খান সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পোস্টাল ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা করা ভোটারের নিজের দায়িত্ব। কেউ এই গোপনীয়তা লঙ্ঘন করলে তার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্লক করে দেওয়া হতে পারে।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, সবশেষ বৃহস্পতিবার রাতেই ৯১টি দেশে ৩৯ হাজার ৩৮ জন প্রবাসীর কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে।

দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সৌদি আরবে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া মালয়েশিয়ায় ৮৪ হাজার ১৭৪ জন, কাতারে ৭৫ হাজার ৮৬৯ জন এবং ওমানে ৫৬ হাজার ৬৩ জন প্রবাসীর কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে।

ইসির তথ্য অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন প্রবাসী এবং ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ জন দেশের অভ্যন্তরীণ ভোটার।

আযাদ-জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতে ইসলামীর হামিদুর রহমান আযাদ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছেড়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া তাসনিম জারাসহ ৫১ জন। গত শনিবার প্রথম দিন ৭০টি আবেদনের শুনানিতে ৫২টি মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

মনোনয়নপত্র

- প্রথম দিন ৭০ জনের আপিল শুনানি
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১-এ স্বতন্ত্র একরামুজ্জামানের মনোনয়ন বাতিল
- আপিল শুনানি চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত
- রইসিতে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা

৫১ জনের প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে বিএনপির এম এ হান্নানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী এস কে একরামুজ্জামানের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ইসিতে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। গতকাল থেকে এর বিরুদ্ধে আপিল শুনানি শুরু হয়েছে। ১৫টি আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। স্থগিত রয়েছে ৩টি আপিল আবেদন। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে পুরো কমিশন শুনানিতে ছিল। আপিল শুনানি চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

শুনানি শেষে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ইসির নিষ্পত্তি করা ৭০টি আপিলের মধ্যে ৫২টি মঞ্জুর হয়েছে। ১৫টি নামঞ্জুর করেছে কমিশন। এ ছাড়া তিনজন প্রার্থীর আপিল আবেদন বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।

আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ এবং এনসিপি ছেড়ে ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আমার সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে আমি বাংলায় অবহিত হতে পারি কি?

Can I be informed about my child's education in Bangla?

NYC Public Schools
Delivering for you. Every day. Everywhere.

নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলগুলো আপনার ভাষায় কথা বলে!

NYC Public Schools Speak Your Language!

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা পেতে আপনি বিনা খরচে অনুবাদ এবং দোভাষী পরিষেবার অনুরোধ করতে পারেন।

You can request free translation and interpretation services to get the help you need.

আরো জানুন | Learn more

on.nyc.gov/Hello /nycschools 311

মাচাদো তার নোবেল পুরস্কার আমাকে দিলে তা হবে সম্মানের: ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো পুরস্কারটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন,'আমি শুনেছি তিনি তা করতে চান। এটা আমার জন্য বড় সম্মানের হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'মাচাদো আগামী সপ্তাহের কোনো এক সময় ওয়াশিংটন সফরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি মুখিয়ে আছেন।'

এই সুযোগে ট্রাম্প নোবেল প্রক্রিয়া নিয়ে তার দীর্ঘদিনের অসন্তোষও আবার প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 'আমি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি তত্ত্ব অনুযায়ী, আটটি যুদ্ধ থামালে প্রতিটির জন্য একটি করে পুরস্কার পাওয়া উচিত।'

নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তগুলো নরওয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেও ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়র্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস এ সম্পর্কে বলেন, 'এই কমিটি এমন



একটি কক্ষে বসে, যেখানে সব বিজয়ীর প্রতিকৃতি ঝুলছে, আর সেই কক্ষ সাহস ও সততার প্রতীকে ভরা। তাই আমরা কেবল আলফ্রেড নোবেলের কাজ ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিই।'

উদারপন্থী রাজনৈতিক ভাষ্যকার হ্যারি সিসন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চরম অপমানজনক। ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় মাচাদোকে সমর্থন করবেন না, যদি না তিনি তার জেতা নোবেল শান্তি পুরস্কারটি ট্রাম্পকে দেন। তিনি (ট্রাম্প) একেবারেই শিশুসুলভ। নোবেল শান্তি পুরস্কারের ক্ষেত্রে একজন বিজয়ীর পক্ষে অন্য কাউকে পুরস্কার দেওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

নগদ অর্থ দিয়ে গ্রিনল্যান্ড 'ক্রয়ের' কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডবাসীদের বড় অংকের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে দ্বীপটি দখলের পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। চারটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গ্রিনল্যান্ডকে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং সম্ভাব্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে প্ররোচিত করার জন্য মার্কিন কর্মকর্তারা গ্রিনল্যান্ডবাসীদের এককালীন বড় অংকের অর্থ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই অর্থপ্রদানের সঠিক পরিমাণ এবং কৌশলগত দিকগুলো এখনো অস্পষ্ট। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুইটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টাসহ মার্কিন কর্মকর্তারা জনপ্রতি ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ডেনমার্কের এই ওভারসিজ অঞ্চলে (সাগরপারের অঞ্চল) বসবাসরত ৫৭ হাজার মানুষকে সরাসরি অর্থ প্রদানের এই ধারণাটি থেকে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপটি 'কিনে নেওয়ার' চেষ্টা করতে পারে। যদিও কোপেনহেগেন এবং নুক-এর (গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী) কর্তৃপক্ষ বারবার জোর দিয়ে বলছে যে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।

দ্বীপটি অধিগ্রহণের জন্য হোয়াইট হাউসে আলোচিত বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে এই কৌশলটি অন্যতম, যার মধ্যে মার্কিন



সামরিক বাহিনী ব্যবহারের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়াটি অতিরিক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের মতো মনে হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং এটি এমন একটি জনগোষ্ঠীর জন্য অবমাননাকর হতে পারে যারা দীর্ঘকাল ধরে তাদের স্বাধীনতা এবং ডেনমার্কের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নিয়ে বিতর্ক করে আসছে।

গত রোববার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও সাংবাদিকদের কাছে দ্বীপটি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পর, গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিলসেন একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেন, 'যথেষ্ট হয়েছে... আর কোনো দখলদারিত্বের কল্পনা নয়।'

কোপেনহেগেন এবং ইউরোপের অন্যান্য নেতারা ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের গ্রিনল্যান্ডের ওপর অধিকার দাবির মন্তব্যে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্ক ন্যাটোর (ঘঅঞঙ) মিত্র এবং একে অপরের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ।

সহজ যে ৪ ধাপে গ্রিনল্যান্ড কবজা করতে পারেন ট্রাম্পসহজ যে ৪ ধাপে গ্রিনল্যান্ড কবজা করতে পারেন ট্রাম্প

গত মঙ্গলবার ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, স্পেন, ব্রিটেন এবং ডেনমার্ক একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্ক কেবল তাদের সম্পর্কের ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ডাক্তারের কাছে যাওয়া, প্রেসক্রিপশন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কি আপনি বীমা পেতে পারেন?

নথিভুক্তি উন্মুক্ত আছে।
আজই নথিভুক্ত করুন অথবা
পুনর্নবীকরণ করুন

nystateofhealth.ny.gov
কল করুন: 1-855-355-5777
(TTY: 1-800-662-1220)



The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

একটি ভালো উদ্যোগ

সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, যা দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে।

মোট ২৯৫টি জেনেরিক ওষুধকে 'অত্যাবশ্যকীয়' ঘোষণা করা হয়েছে। ওষুধগুলোর দাম সরকার নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলোর আর স্বেচ্ছাচারিতা থাকবে না। তবে প্রশ্ন হলো, উদ্যোগটি যদি কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তাহলে ওষুধ সরবরাহকারীদের দাপট থামবে না। কারণ, আমাদের দেশে অনেক ভালো উদ্যোগ শুধু কার্যকরের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে।

বাংলাদেশের প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়ন হয়, যার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এই নীতির কারণে বাংলাদেশে ওষুধের দাম শুধু সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আসেনি; বরং বিশ্বের ১৪৭টির মতো দেশে এখন ওষুধ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ।

এরপর ২০১৬ সালে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা করা হলেও তদারকির অভাবে সাধারণ মানুষ তার সুফল পায়নি। আগের ২৮৬টি ওষুধের মধ্যে মাত্র ১১৭টির দাম সরকার নির্ধারণ করতে পারত, বাকিগুলোর দাম ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছেমতো নির্ধারণ করত।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো, এর বাস্তবায়ন কৌশল পদ্ধতি। ওষুধ ব্যবসায়ীদের আকস্মিক ক্ষতির মুখে না ফেলে চার বছর সময় দিয়ে ধাপে ধাপে দাম সমন্বয়ের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, বলতেই হবে তা একটি ভালো উদ্যোগ। শুধু দাম নিয়ন্ত্রণ নয়, নীতিমালায় দেশে এপিআই (ওষুধের কাঁচামাল) উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর যে জোর দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওষুধশিল্পে আমদানিনির্ভরতা কমাতে পারলে ওষুধের উৎপাদন খরচ এমনিতেই কমে আসবে, যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য খাত উভয়কেই স্বাবলম্বী করে তুলবে।

যেকোনো মহৎ উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে তার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, তদারকির অভাবে অনেক ভালো উদ্যোগও ভেস্তে গেছে। তাই এই নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। মাঠপর্যায়ে ফার্মেসিগুলো নির্ধারিত দামে ওষুধ বিক্রি করছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দাম কমানোর অজুহাতে ওষুধের গুণগত মানের যেন কোনো অবনতি না হয়, সেদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দাম নির্ধারিত হওয়ার পর অনেক সময় বাজারে ওষুধের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার অপচেষ্টা হতে পারে। এ ধরনের অপচেষ্টা রোধে আগেভাগে পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিতে হবে।

চিকিৎসা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ওষুধের আকাশচুম্বী মূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ যখন বেকায়দায়, তখন সরকারের এই 'অত্যাবশ্যকীয়' তালিকা সম্প্রসারণ এবং দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্তটি আশার আলো হয়ে দেখা দিতে পারে। আমরা আশা করব, এই নীতিমালা কেবল কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন করা হবে, যেন সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তকে সফল করতে হলে ওষুধ কোম্পানি, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।



আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস

শেষ পৃষ্ঠায় পর With the expression of her smile...
A lady,
With a bright hazel skin
Has a natural beauty.

আমার মতো করে পাঠকদের জন্যে বাংলা পদ্যরূপ এরকম হতে পারে:

তার সৌন্দর্য অনুরঞ্জিত যেন পূর্ণিমার চাঁদ
রেশমি নয়নে আলোর প্রভা
অভিব্যক্তি তার স্মিত হাসিতে ...
এক নারী তিনি
রয়েছে তার উজ্জ্বল রক্তিম ত্বক
আছে আরো প্রকৃতির মহিমান্বিত সৌন্দর্য।

কবি আমির আমজাহ'র পুরো নাম টিংকু আমির আমজাহ। ইন্দোনেশিয়ায় এই কবির জন্ম ১৯১১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং মাত্র ৩৫ বছরে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৬ সালের ২০শে মার্চ। এই কবিতায় কবি দেশমাতৃকাকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক কবি। নিজের সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত।

আমরা বেলা ১১টার দিকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কৃষকের বাড়িতে পৌঁছলাম। দু'টো ঘর পাশাপাশি। একটি তুলনামূলকভাবে ছোট। পাকা ভবন, সামনে বেশ বড় আঙ্গিনা। চারদিকে গাছপালা ঘেরা। কিছু গবাদি পশু এবং মুরগি চোখে পড়ল। মুরগিগুলো মুক্ত, সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আনত মুখে মাটি থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে ঝটকা মেরে খানিক উঁচুতে উড়ে অদূরে গিয়ে নেমে পড়ল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে সন্তর্পণে নিরিখ করে নিজের অন্ন যোগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুদৃশ্য রঙের মোরগ, লাল চঞ্চু, তার উপর অনতি উচ্চ ঝুঁটি।

একটু পরে বৃদ্ধ কৃষক বেরিয়ে এলেন। রোদে পুড়ে পুড়ে সাদা চামড়ার রঙ তামাটে রঙ ধারণ করেছে। খাকি রঙের ফুলহাতার মোটা কাপড়ের জামা পরিধানে। ছাই রঙের প্যান্ট, কিছুটা মলিন। খয়েরি রঙের মুখবন্ধ জুতা। জুতা তাঁর শরীরের মতোই শীর্ণ, রঙ লাগেনি অনেকদিন বোঝা যায়। উপরের চামড়ার প্রলেপে চিড় ধরেছে। যেমনটি চিড় ধরেছে তার শরীরের ত্বকে। আট জন সাংবাদিকের নানামুখী প্রশ্ন। তিনিও চটপট করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। বয়স ৮০ বছর বিপত্নীক। দুই ছেলে, । ছেলেরা নতুন সংসার করে শহরে থাকেন। গ্রামের জীবন তাদের অপছন্দ। ৮০০ একর জমির মালিক। জানতে চাইলাম পুরোটাই একা তদারকি করেন কিনা। তিনি ইতিবাচক উত্তর দিয়ে বললেন, 'তবে কষ্ট হয়।' 'কিভাবে চাষ করেন' – বললেন, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ। তবে ইজারা দেয়ার চেষ্টা করছেন। বললেন, 'এই চিত্র শুধু তার একার নয়, এটা এই এলাকার সার্বিক চিত্র। তরুণ প্রজন্ম পল্লী এলাকায় বসবাস করে চাষাবাদে মোটেই আগ্রহী নয়। তারা শহরমুখী। তাদের সংসার, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস।' জানতে চাইলাম – তাহলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষাবাদের কি হবে? ছোটখাট এই মানুষটি আমার প্রশ্নে মৃদু হাসলেন। জবাবে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত পুরো চাষাবাদ প্রক্রিয়া কর্পোরেট প্রক্রিয়ার আওতায় চলে যাবে। অর্থাৎ এজন্যে কর্পোরেট ব্যবস্থা তৈরি হবে। আর এটা সরকারই করবে, বলতে পারেন করতে বাধ্য হবে।' জানতে চাইলাম, কৃষি আয় দিয়ে নিজেদের সব ব্যয় পূরণ হয় কিনা চাষী ভাইদের। তিনি বললেন, 'অন্যদের কথা বলতে পারি না। তবে আমার ব্যাপারে বলতে পারি। এই আয়ের একটা বড় অংশ দুই ছেলে নিয়ে যায়। এরপর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে আমার চলতে হয়। আর এজন্যে বেল্ট খুব শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়।' এই বলে তিনি দৃশ্যত দুই হাত দিয়ে বেল্টের দুই পাশ শক্ত করে দুই দিকে জোরে টেনে দেখালেন। আমরা হেসে দিলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এটা-সেটা আলাপের পর এক সময় আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এক এক করে সবাই করমর্দন করলাম।

আমাদের গাড়ি আবার ছুটল শহরের দিকে, হোটেলে। বিকেলে আমাদের কোন কাজ ছিল না। তাই বেটি মুর শহরে আমাদের একটা বড় বিপণিবিতানে নিয়ে গেলেন। ওয়ালমার্টের বিশাল আয়তনের বিপণিবিতান। কি নেই সেখানে। সুযোগ পেলেই বেটি মুর আমাদের এভাবে বিপণি কেন্দ্রে নিয়ে যান। আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি বাইরে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। আর আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন: "President George W. Bush wants you spend all your money here that we gave you..." বলে নিজেই হাসতে থাকেন। হাস্যোচ্ছলে তিনি একথা বললেও আমি তাঁর এই মজা করে বলা কথার অন্য অর্থ করি। আসলেই তো তাই, ৩২ হাজার ডলার আট জনার। এই অর্থ এখানে ব্যয় হলে তাতে এদেরই অর্থনীতি উপকৃত হবে। সঞ্চয় করে টাকা মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখলে তাতে অর্থনীতির কোন উপকার হয় না। এজন্যে প্রবাদ আছে: চঞ্চল টাকা অঞ্চলে (আঁচলে) বেঁধো না। বেটি মুর আরেকটি কাজ করতেন, তিনি বিভিন্ন শহরে আমাদের বিপণিবিতানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি নিজের জন্যে কিছু ক্রয় করতেন না বা বিপণিবিতানে ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখারও চেষ্টা করতেন না। একবার একা পেয়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "I don't purchase from a middle class and lower middle class shopping centre." তাঁর কথায় বুঝলাম ওয়ালমার্ট এজন্যই এত জনপ্রিয়। এক বিরাট জনগোষ্ঠী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই বিপণিবিতান থেকে চাহিদা পূরণ করতে পারে। যদিও বেটি মুরের কথায় শ্লেষ ছিল। তিনি ফ্রান্স গেলে তখন তাঁর একমাত্র কন্যার জন্যে সেখান থেকেই শখের দু'একটা পণ্য কেনেন। আর তাঁর নিজের চলার জন্যে তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যায় আমরা থিয়েটার দেখতে গেলাম। মঞ্চের কারিগরি বিন্যাস দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম। বেটি মুর বললেন, এদেশে এসে থিয়েটার না দেখলে সেটি হত আপনাদের জন্য বড় ভুল। তবে থিয়েটার উপভোগ করা একটু ব্যয়বহুল। আর সেটা স্বাভাবিক বা আমজনতার জন্যে সম্ভব নয়।

রাতে হোটেলে ফিরে লবিতে সব জড়ো হলাম। সেখানে বেটি মুর পরের দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। প্রাতঃরাশ এই হোটেলেই। তিনি এভাবে প্রতিদিন রাতে যে যার কক্ষে যাওয়ার আগে পরের দিনের কর্মসূচি, প্রাতঃরাশের সময়, লবিতে আসার সময়, যাত্রা শুরুর সময়, সারাদিনের কর্মসূচি, দুপুরের খাবারের স্থান, খাবারের মেন্যু – এসব আগাম বলে দিয়ে আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে রাখতেন। এটি তাঁর সুশৃঙ্খল অনুশীলনের বহিঃপ্রকাশ ছিল।

অনারারি নাগরিকত্ব

পরের দিন আমাদের নেবরাসকার রাজধানী শহর সিটি অব লিংকন-এ নেবরাসকার গভর্নর এবং সিটি অব লিংকন-এর মেয়রের সঙ্গে পৃথক পৃথক সভা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল। বেটি মুরের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাঁকে আমরা মায়ের ভূমিকায় পেলাম। পোশাক থেকে শুরু করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখছিলেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর নেতৃত্বে একটি সফল বৈঠক অনুষ্ঠান করতে পারি। সকলকে তিনি আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিলেন। কণ্ঠে ছিল তাঁর মাতৃস্নেহের ছোঁয়া। তাই সবাই আনন্দচিত্তে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলাম। বেলা ১০টায় আমাদের সাক্ষাৎকার। অবশ্যই সময়মত পৌছাতে হবে। চাইতো ১৫ মিনিট আগে সেখানে সকলে হাজির হব। বাস্তবেও তাই হল। প্রথমেই আমরা মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি শুরুতে এই সিটি নিয়ে কথা বললেন। আব্রাহাম লিংকনের প্রতি শ্রদ্ধার স্বীকৃতি হিসেবে এই শহরের নামকরণ। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধি হয়ে দ্য ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার ইনাম আহমদ কথা বললেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ চিত্র তুলে ধরলেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বিশ্বসভায় কাজ করতে পারে তার উপর জোর দিলেন। চা পর্বের ব্যবস্থা ছিল। এরপর আমাদের অবাক করে দিয়ে মেয়রের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র তুলে দেয়া হল। দিনটি ছিল সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ। অর্থাৎ ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনের মাত্র একদিন পর মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুক্তরাষ্ট্রে এক ঘৃণ্যতম বোমা হামলা হয়েছিল – যা টুইন টাওয়ার হামলা বলে আজ সারাবিশ্বে ধিকৃত। এই ধিক্কার মুসলমান সমাজের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। প্রত্যয়নপত্রে সিটি অব লিংকনের মেয়র ড্যান ওয়েসলির (উধহ ডবংবষু) স্বাক্ষর। এক বাক্যের এই সম্মানপত্রে লেখা ছিল :

City of Lincoln
Proclamation

এর নিচে জলরঙের ছাপায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠদশ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ছবি। এর নিচেই মনোরম দৃশ্যে ইটালিক হরফে লেখা

Serajul Islam Quadir
Does hereby receive the title of
Honorary Citizen
By Proclamation of the Mayor, you are hereby declared an Honorary Citizen of the City of Lincoln and are therefore entitled to all rights, privileges and honors pertaining hereto.

এর নিচে সিটি অব লিংকন নামাংকিত বৃত্তাকারের সিলমোহর। সিলমোহরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আব্রাহাম লিংকনের প্রতিচ্ছবি (image)। এর পাশে তারিখ ৯-১০-২০০২ এবং পরে মেয়রের নাম এবং এর উপরে তাঁর স্বাক্ষর। সনদের চারকোণায় কৌণিক আকারে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শস্য গমের ছড়ার ছবি। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে তারিখ লেখা হয় মাস, তারিখ এবং বছর এই ক্রমানুসারে, আমাদের মতো নয়। আমরা লিখি তারিখ, মাস এবং বছর এই ক্রমিকে।

মেয়র তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই সনদের সম্মান রক্ষার জন্যে আমাদের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আজ থেকে আপনারা আজীবন এই সিটির সম্মানিত নাগরিক। আপনারা আর পাঁচজনের মতো এখানে সম্পদ কিনে ভোগ দখল করতে পারবেন। আপনাদের কি কি অধিকার রয়েছে তার দীর্ঘ তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন। আমি দাঁড়িয়ে মেয়রকে আমাদের অনুভূতি জানিয়ে এই বিরল সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম।

এর পরপরই আমাদের নেবরাসকার গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের পালা। দুই বৈঠকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। গভর্নর আমাদের স্বাগত জানিয়ে এই রাজ্যের ভূ-আর্থিক-সামাজিক চিত্র তুলে ধরলেন সংক্ষেপে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি পড়াশুনা করে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছেন বলে মনে হল। এখানেও আমাদের সম্মানসূচক নাগরিকত্বের সনদ দেয়া হল। এতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষরের সঙ্গে নেবরাসকার গভর্নরেরও স্বাক্ষর রয়েছে। দুই প্যারার এই সনদের শেষ প্যারায় লেখা : Said Honorary citizen of Nebraska shall be expected to consider The Great State of Nebraska your home away from home to the extent that frequent visits to Nebraska will be ones of renewing old acquaintances, meeting new Nebraskans, and keeping current on Nebraska's remarkable progress and growth;
In Testimony whereof, Witness Our Signature on Tuesday
this 10th day of September, in the year of 2002,

বেগম খালেদা জিয়া : বাংলাদেশ প্রশ্নে আপোষহীন নেত্রী



ড. মাহরুফ চৌধুরী

বেগম খালেদা জিয়ার (১৯৪৫-২০২৫) রাজনৈতিক জীবনের সূচনা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ক্ষমতা লাভের অভিলাষ বা ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্খার ফল নয়; বরং তা জন্ম নিয়েছিল এক রক্তাক্ত ইতিহাস, আত্মত্যাগ ও জাতীয় সংকটের ধারাবাহিকতা থেকে। ১৯৮১ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশ এক গভীর শোক, রাজনৈতিক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার ভেতর প্রবেশ করে। সে সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল জনগণের হাতছাড়া, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল প্রায় অকার্যকর, আর রাজনীতি বন্দী ছিল সামরিক শাসনের কঠোর ছায়ায়। এমন এক দুঃসময়েই বেগম খালেদা জিয়া দেশের মূলধারার রাজনীতির সম্মুখসারিতে আবির্ভূত হন। সেটা মূলত ক্ষমতার মোহে নয়, বরং একটি আদর্শিক উত্তরাধিকার রক্ষা ও রাষ্ট্রকে পুনরায় গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর রাজনৈতিক অভিযাত্রা ছিল ব্যক্তিগত শোককে জাতীয় সংগ্রামে রূপান্তরের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবারের (১৮৬৪-১৯২০) ভাষায় যাকে 'দায়িত্ববোধ' (সেন্স অব রিসপন্সিবিলিটি) বলা যায়। এ দায়িত্ববোধ ক্ষমতার প্রতি নয়, বরং ইতিহাস ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আর সেই নৈতিক দায়বোধই তাঁকে রাজনীতিতে অনড় অবস্থানে দাঁড় করায়। শুরু থেকেই তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার; যে অধিকার সামরিক শাসন ও পরাশক্তিনির্ভরতার রাজনীতিতে ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছিল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব গ্রহণের পর তিনি কেবল একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানই হননি; বরং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে পরিণত হন এক প্রতীকী শক্তিতে। দলীয় সংগঠনকে পুনর্গঠন, মাঠপর্যায়ের রাজনীতিকে সক্রিয় করা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ব্যক্তি-নির্ভরতা থেকে আদর্শ-নির্ভরতার দিকে নেওয়ার প্রচেষ্টাই হয়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সময় থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আর সেটা হলো, রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস জনগণ, আর সেই জনগণের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় কোনো আপোষ নয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১-১৯৯৬) হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী যা কেবল এক মাইলফলকই নয়, বরং সামরিক শাসন-পরবর্তী গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রতীকও বটে। এই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে আধিপত্যবাদবিরোধী অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুসংহত রূপ পেতে শুরু করে। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে তিনি একটি মৌলিক বার্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশ কারও করুণায় চলবে না, কোনো আঞ্চলিক বা পরাশক্তির ছায়াতলে নিজেকে সমর্পণ করবে না।

সভা-সমাবেশে তাঁর বক্তব্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতিগত অবস্থানে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্ব অবশ্যই হবে, আর তা হতে হবে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে; সহযোগিতা থাকবে, তবে তা হবে পারস্পরিক স্বার্থের আলোকে। কিন্তু ক্ষমতা বা আয়তনে ছোট-বড় কারো পক্ষ থেকে আধিপত্য কখনোই বাংলাদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে যাকে 'সার্বভৌম সমতা' (সোভরিন ইকুয়ালিটি) বলা হয়, বেগম খালেদা জিয়া সেই নীতিকেই দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতায় রাজনৈতিক ভাষা দেন। তাই তিনি আধিপত্যবাদী শক্তির পদলেহী শাসক শ্রেণীকে লক্ষ্য করে সুস্পষ্ট করে বলতে পেরেছিলেন, 'বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের কোন চক্রান্তই বাস্তবায়িত হতে দেব না'। ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মর্যাদা যে বড় রাষ্ট্রের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না, এই উপলব্ধিই তাঁর পররাষ্ট্র ভাবনার কেন্দ্রস্থলে ছিল। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রশ্নে এই অবস্থান তাঁকে সমসাময়িক বহু রাজনীতিকের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। তিনি প্রকাশ্যেই সতর্ক করে দেন যে, ভৌগোলিক নৈকট্য কখনোই রাজনৈতিক অধীনতার লাইসেন্স হতে পারে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, অসম শক্তির সম্পর্কে বন্ধুত্ব যদি নীতির বদলে সুবিধাভিত্তিক হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমত্বকে ভূলুণ্ঠিত করে। ফলে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে নিজের স্বার্থ, মর্যাদা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে কথা বলার সাহস অর্জন করে। এই সাহসই তাঁকে জনগণের চোখে কেবল একজন প্রধানমন্ত্রী নয়, বরং আধিপত্যবাদবিরোধী রাজনীতির এক দৃশ্যমান কণ্ঠস্বর হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। গণমানুষের মনে তাই তিনি হয়ে ওঠেছিলেন দেশনেত্রী।

পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় দফা শাসনামলে (২০০১-২০০৬) এবং ক্ষমতার বাইরে থাকা দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে বেগম খালেদা জিয়া বারবার সিকিমের উদাহরণ টেনে একটি গভীর ঐতিহাসিক সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিল স্পষ্ট: ইতিহাস অসতর্ক জাতিকে ক্ষমা করে না। বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যের নীলনকসা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় তাঁর এই তুলনা ছিল নিছক আবেগী বক্তব্য নয়; বরং উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে নেওয়া এক সচেতন রাজনৈতিক পাঠ। সিকিমের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে ছিল একটি প্রতীক যেখানে ভারত ধাপে ধাপে বন্ধুত্ব, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার নামে একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি কেবল ভারতীয় আগ্রাসী রাষ্ট্রনীতির সমালোচনাই করেননি, বরং বাংলাদেশী সমাজ, রাজনীতি ও নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশে একটি স্পষ্ট সতর্কতা উচ্চারণ করেছিলেন যে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সামান্য অসতর্কতাও ভবিষ্যতে জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ইতিহাসচর্চার ভাষায় যাকে 'সার্বভৌমত্বের ক্রমবর্ধমান ক্ষতি' (ইনক্রিমেন্টাল লস অব সোভরিন্টি) বলা যায়, বেগম খালেদা জিয়া সেই প্রক্রিয়াটিকেই গণমানুষের ভাষায় তুলে ধরতে চেয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষও ক্ষমতার সূক্ষ্ম স্খলনগুলো ধরতে ও বুঝতে পারে; হয়ে ওঠতে পারে সচেতন ও প্রতিবাদী।

তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রসঙ্গ কখনো রূপক ও ইঙ্গিতপূর্ণ, কখনো আবার সরাসরি ও স্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, আঞ্চলিক শক্তির তথাকথিত 'বন্ধুত্বের' আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত চাপকে চিহ্নিত ও উন্মোচন করা একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের নৈতিক দায়িত্ব। অ্যান্টোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) ভাষায়, আধিপত্য কেবল সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, সম্মতি ও স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়; এই উপলব্ধিই ছিল তাঁর রাজনৈতিক সতর্কতার ভিত্তি। ফলে তাঁর অবস্থান ছিল দ্ব্যর্থহীন তথা নীরবতা নয়, স্পষ্টতা; আপোষ নয়, সচেতন প্রতিরোধ। এই দৃঢ়তাই তাঁকে ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক, সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে একটি অবিচল কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্ষমতার বাইরে থাকা দীর্ঘ সময়জুড়ে, বিশেষ করে



বেগম খালেদা জিয়া (১৯৪৫-২০২৫)

> ...খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও ধারাবাহিক বক্তব্যে বারবার প্রাধান্য পেয়েছে দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের অধিকার অর্থাৎ বাংলাদেশ-মুখী রাজনীতির পক্ষে তাঁর একটি দৃঢ় অবস্থান। তাঁর রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ কখনোই সংকীর্ণ অর্থে নয়; বরং রাষ্ট্রের মর্যাদা, জনগণের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা ও স্বাধীন ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আন্দোলের ইতিহাসও তাঁর এই অবস্থানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। তিনি ১৯৪৫ সালে ঔপনিবেশিক ভারতের জলপাইগুড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তাঁর পরিবার চলে আসে স্বাধীন বাংলাদেশের দিনাজপুরে। সেই সময় থেকেই ভৌগোলিক আত্মপরিচয়ের চেয়ে দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক, নৈতিক ও আদর্শিক পরিচয় তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে কখনোই সীমান্তের ওপারের কোনো স্মৃতির সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করেননি...

একের পর এক রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, মামলা, কারাবাস এবং পরিকল্পিত চিকিৎসা-বঞ্চনার মধ্যেও দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমী বেগম খালেদা জিয়া দেশত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। এই সিদ্ধান্ত ছিল কোনো কৌশলগত নীরবতা নয়, বরং সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তথা তার বিশ্বাস ও ভালোবাসার ভিত্তিতে দেশ ও মানুষের পক্ষে অবস্থান। তাইতো তাঁর বলিষ্ঠ সুস্পষ্ট উচ্চারণ, 'বাংলাদেশ ছাড়া আমার অন্য কোনো ঠিকানা নেই'। তেমনি তাঁর কণ্ঠে 'এদেশের মাটি ও মানুষই আমার সবকিছু'- একথাটি নিছক আবেগী বাক্য নয়; এটি ছিল তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের সারসংক্ষেপ, যেখানে দেশ ও রাষ্ট্র কেবল শাসনের ক্ষেত্র নয়, অস্তিত্বের পরিসর এবং রাজনীতি ও শাসনের ভিত্তিমূল হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের দুঃসময়গুলোই তাঁর দেশপ্রেম প্রতীকী ভাষা ও ব্যঞ্জনা থেকে বাস্তব আত্মত্যাগে রূপ নেয়। যখন বহু রাজনীতিক দুঃসময়ে দমন-পীড়নের মুখে কিংবা বিরোধীদের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বিদেশমুখী হয়েছেন, তখন তিনি জীবননাশের ঝুঁকি জেনেও দেশের মাটিতেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। দর্শনের ভাষায় যাকে 'অস্তিত্বের প্রতিশ্রুতি' (এক্সিটেনশিয়াল কমিটমেন্ট) বলা যায়, যেখানে বিশ্বাস ও অবস্থানের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক হান্না আরেন্ট (১৯০৬-১৯৭৫) যে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার আচরণে তারই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়; রাষ্ট্র ও জনগণের সঙ্গে থাকার দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তিনি কখনওই গ্রহণ করেননি। কারাবাস, অসুস্থতা ও রাষ্ট্রীয় অবহেলার মধ্যেও তাঁর এই অনমনীয় অবস্থান জনগণের কাছে এক শক্তিশালী বার্তা বহন করে। দেশপ্রেম কেবল বক্তৃতা বা দিবসকেন্দ্রিক উচ্চারণে নয়, বরং সংকটকালে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার দৃঢ়তা ও সাহসে। সেটাই তিনি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় ক্রমশ একটি শক্তিশালী প্রতীকে রূপ নেয়, যেখানে নেতৃত্ব মানে কেবল সুবিধা গ্রহণ নয়, বরং ভোগান্তি বহনের প্রস্তুতিও। এই বাস্তবতা বেগম খালেদা জিয়াকে সমসাময়িক রাজনীতির বহু হিসাবি অবস্থান থেকে পৃথক করে দেয় এবং তাঁকে জনগণের স্মৃতিতে এক অন্তিত্বগত দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে স্থায়ী আসন ও মর্যাদা প্রদান করে। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর জানাযায় জনতার মহাসমুদ্রের উচ্ছ্বাস আর বেদনাবিহ্বল ভালোবাসায়।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের পটভূমি স্বাধীনতার পর থেকেই বহুমাত্রিক ও জটিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহায়ক ভূমিকা ইতিহাসে স্বীকৃত; সেই সহায়তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে একটি বাস্তব রাজনৈতিক সত্য। সেখানে নানা 'তবে' বা 'কিন্তু' থাকলেও ইতিহাস সেখানেই থেমে থাকেনি। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ভারতের প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হস্তক্ষেপ নিয়ে নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যা সময়ের সঙ্গে আরও তীব্র হয়েছে। দেশপ্রেমী বাংলাদেশীদের ভাবিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সহযোগিতা ও পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক- এই দুই বাস্তবতার মধ্যে বিবেকহীন বুদ্ধিজীবি ও স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতাদের পার্থক্য টানতে ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত রাজনৈতিক দল হিসেবে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ'-এর প্রতি ভারতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব জনমনে গভীর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক উঠে এসেছে, তা কেবল বিরোধী দলের রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আলোচনাতেও উঠে এসেছে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান ও নীতিগত সমর্থন কখনো কখনো বাংলাদেশের সার্বভৌম নির্বাচনী ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করেছে। তারই ফলে জনমনে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে ইতিহাসের পালাক্রমে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে ছোট রাষ্ট্র ও বৃহৎ প্রতিবেশীর সম্পর্ক প্রায়শই 'সামঞ্জস্যহীন শক্তির সম্পর্ক' (এসিমেট্রিক পাওয়ার রিলেশন) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই অসম সম্পর্ক যদি নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়, তবে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে জটিল করে তোলে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই আশঙ্কাই বারবার সামনে এসেছে। যদিও ভারত সবসময় এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে এবং দাবি করেছে যে তারা দুই দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বজায় রাখতে আগ্রহী, তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক স্মৃতি জনমনে সন্দেহ ও অস্বস্তি দূর করতে পারেনি। এই জটিল ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভেতরেই বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন, আদর্শ ও অবস্থান বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। তিনি ইতিহাসের স্বীকৃতিকে অস্বীকার না করেও ভবিষ্যতের প্রশ্নে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তাঁর রাজনীতি ছিল কৃতজ্ঞতা ও আত্মসমর্পণের মধ্যকার সীমারেখা স্পষ্ট করার রাজনীতি যেখানে বন্ধুত্ব থাকবে, কিন্তু সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে নয়; সহযোগিতা থাকবে, কিন্তু নির্বাচনী ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের মূল্য দিয়ে নয়। এই অবস্থানই তাঁকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের প্রশ্নে আপোষহীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি হয়ে ওঠেছেন আধিপত্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নের পথের কাঁটা আর সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিপীড়িত মানুষের আজাদীর প্রশ্নে লড়ে যাওয়া আগামীর বীরসেনানীদের চেতনার বাতিঘর।

তিনি বহুবার আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহিঃপ্রভাবের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের নজরে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর তা হলো বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক পথনির্দেশ ও রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এ দেশের জনগণ; কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক কিংবা বৈশ্বিক শক্তি নয়। তাঁর সেইসব বক্তব্যের ভাষ্য কেবল কূটনৈতিক অভিযোগ নয়, বরং একটি বড় রাষ্ট্রের পাশে আরেকটি ছোট রাষ্ট্রের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার প্রশ্নে নীতিগত রূপান্তরের প্রয়াস। আঞ্চলিক বাস্তবতায় ক্ষমতায় আরোহন বা দীর্ঘস্থায়ী করতে যেখানে বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব নীরবতা বা সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে, সেখানে বেগম খালেদা জিয়া প্রকাশ্য উচ্চারণে প্রতিবাদের পথকে বেছে নেন। ফলে তিনি ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্রিয়ানকদের দৃষ্টিতে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠেন, কিন্তু একই সঙ্গে জনগণের কাছে পরিণত হন আপোষহীন রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতীকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় এটি 'আদর্শিক প্রতিরোধ' (নরমেটিভ রেজিসটেন্স) যেখানে শক্তির ভারসাম্য অনুকূলে না থাকলেও নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া হয় না। অত্যন্ত সচেতনতা ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কংগ্রেসে জনসন-জেফ্রিজের দ্বৈরথ তীব্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর দ্বিদলীয় সমঝোতার প্রশ্নে দু'জনই প্রকাশ্যে একে অপরের প্রশংসা করতেন। কিন্তু সেই অধ্যায় এখন অতীত। সম্পর্কের উষ্ণতা ঠান্ডা হয়ে এখন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও তীব্র বাক্যযুদ্ধই কংগ্রেসের নতুন বাস্তবতা। খবর এক্সিওজ এর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের উত্তাপে চলতি বছর এই সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। একদিকে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট হাকিম জেফ্রিজ নিজের দলের ঘাঁটি থেকে 'ফুল রেজিস্ট্যান্স'-এর চাপের মুখে, অন্যদিকে লুইজিয়ানার রিপাবলিকান জনসন সাবেক ও বর্তমান প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। ফলে সংঘাত কমানোর তাগিদ কোনো পক্ষেরই তেমন নেই।

এই টানাপোড়েনের ফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম সরকারি শাটডাউন এবং মধ্যবর্তী সময়ে নজিরবিহীন দলীয় পুনর্নির্ধারণ উদ্যোগ সবকিছুর পেছনেই এই তিক্ত রাজনৈতিক বাস্তবতা কাজ করেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

গত বছর থেকেই রিপাবলিকান কংগ্রেশনাল কমিটি (এনআরসিসি) জেফ্রিজকে কটাক্ষ করে 'তথাকথিত নেতা' বলে আখ্যা দিতে শুরু করে। ডেমোক্র্যাট দলে নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার খবরকে হাতিয়ার করে তারা ২০২৫ জুড়েই ধারাবাহিকভাবে এই ভাষা ব্যবহার করেছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'তথাকথিত নেতা জেফ্রিজের বিরুদ্ধে মামদানি ঘরানার প্রার্থী চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে', আরেকটিতে দাবি করা হয়– 'হাকিম জেফ্রিজ নেতা নন, তিনি একজন জিম্মি।'

এসব বক্তব্যের পেছনে ছিল একাধিক ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস প্রার্থীর জেফ্রিজকে স্পিকার হিসেবে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার ঘটনা। যদিও তৃণমূল পর্যায়ে কিছু অসন্তোষ থাকলেও, হাউস ডেমোক্র্যাটদের ভেতরে জেফ্রিজের প্রতি সমর্থন প্রায় সর্বসম্মতই রয়ে গেছে। ডেমোক্র্যাটদের পাল্টা আক্রমণ জোরালো হয় গত অক্টোবরে।

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, ট্রাম্প নাকি আড়ালে মজা করে বলেছিলেন 'স্পিকার তো আসলে আমি, আর প্রেসিডেন্টও আমি।' দীর্ঘ সরকারি শাটডাউনের মধ্যে, যেখানে জনসন ও জেফ্রিজ দু'জনই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের ট্যাক্স ক্রেডিট ইস্যুতে অনড় ছিলেন, তখন এই মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করে।

পরের মাসেই জেফ্রিজ সংবাদ সম্মেলনে জনসনকে 'ডেপুটি স্পিকার' হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন হাউস রিপাবলিকান কনফারেন্সের ওপর জনসনের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এরপর থেকে ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেশনাল ক্যাম্পেইন কমিটি (ডিসিসিসি) তাদের বিবৃতি ও ইমেইলে নিয়মিতভাবেই জনসনকে 'ডেপুটি স্পিকার' বলে উল্লেখ করছে।

তবে এই তিক্ততার বিপরীতে একসময় সম্পর্কটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। ২০২৪ সালে দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ছবি তুলে ধরেছিল অ্যাক্সিওস। তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে জেফ্রিজ তখন জনসনের প্রশংসা করতেন, আর গুরুত্বপূর্ণ বহু বিল পাসে তারা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরাই সেই সমীকরণ ভেঙে দেয়।

ডিসিসিসির মুখপাত্র জাস্টিন চেরমল বলেন, 'আমরা তথ্যের ভিত্তিতেই কথা বলি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে মাইক জনসন কার্যত ডেপুটি স্পিকারে পরিণত হয়েছেন, আর একজন চরমভাবে অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের হাতে নিজের দলের দুর্বল সদস্যদের ভবিষ্যৎ তুলে দিচ্ছেন।'

রিপাবলিকান শিবিরও সমান তীব্র ভাষায় জবাব দিয়েছে। এনআরসিসির মুখপাত্র মাইক মারিনেলা বলেন, 'ডেমোক্র্যাট পার্টি নেতৃত্বহীন। তথাকথিত নেতা জেফ্রিজ নিজের ককাসের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই রাখেন না– যারা প্রকাশ্যেই তাকে অমান্য করে।'

এর মধ্যেই ট্রাম্প প্রকাশ্যে জনসনের প্রশংসা করে মে মাসে ক্যাপিটল হিলে বলেন, তিনি একজন 'আসল ঐক্যবদ্ধকারী নেতা' এবং 'ওয়ান বিগ, বিউটিফুল বিল' পাসে 'চমৎকার কাজ' করেছেন।

নগদ অর্থ দিয়ে গ্রিনল্যান্ড 'ক্রয়ের' কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন!

৩-এর পৃষ্ঠায় পর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

দ্বীপটি কেনার আলোচনা এবং সরাসরি অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউস রয়টার্সকে গত বুধবার প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দেওয়া বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে।

এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় লেভিট স্বীকার করেন যে, ট্রাম্প এবং তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা 'সম্ভাব্য ক্রয় প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে তা খতিয়ে দেখছেন।'

রুবিও বলেছেন, তিনি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ডেনিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ডেনিশ দূতাবাস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে এবং ওয়াশিংটনে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধি অফিস কোনো সাড়া দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ড আক্রমণ করলে ডেনিশরা 'আগে গুলি করবে, পরে অন্য আলাপ'

ট্রাম্প দীর্ঘকাল ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন যে, বেশ কিছু কারণে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখল করা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি হলো দ্বীপটি উন্নত সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি আরও বলেছেন যে, পশ্চিম গোলার্ধকে ব্যাপকভাবে ওয়াশিংটনের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে থাকা প্রয়োজন।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, এক বছর আগে ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের আগে থেকেই গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছিল। তবে গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে একটি দুঃসাহসিক অভিযানে আটক করার পর এই বিষয়ে নতুন করে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টারা মাদুরো অভিযানের সাফল্যকে ট্রাম্পের অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে কাজে লাগাতে আগ্রহী।

গত রোববার এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন, এবং ডেনমার্ক এটি রক্ষা করতে পারবে না। এটি অত্যন্ত কৌশলগত একটি স্থান।'

হোয়াইট হাউসের আলোচনার বিষয়ে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে যে, এককালীন অর্থ প্রদানের এই আলোচনা একেবারে নতুন নয়। তবে গত কয়েকদিনে এটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে এবং উপদেষ্টারা আরও বড় অংকের কথা ভাবছেন। জনপ্রতি ১ লাখ ডলার দেওয়ার একটি বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার।

তবে এই অর্থপ্রদানের বিশদ বিবরণ এখনো অস্পষ্ট যেমন ট্রাম্প প্রশাসন এই পথে এগোলে কখন এবং কীভাবে টাকা দেওয়া হবে অথবা এর বিনিময়ে গ্রিনল্যান্ডবাসীদের কাছ থেকে ঠিক কী আশা করা হবে। হোয়াইট হাউস বলেছে যে সামরিক হস্তক্ষেপ সম্ভব, তবে কর্মকর্তারা এও বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি কেনার বা কূটনৈতিক উপায়ে অর্জনের পক্ষপাতি।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রাণকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কৃতজ্ঞতার এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কে ধর্মঘটে যেতে পারেন ১৬ হাজার নার্স!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মী নিয়োগ এবং রোগীর নিরাপত্তা। প্রেসিডেন্ট ন্যান্সি হাগানস বলেন, রোগীদের যত্ন নেওয়ার জন্য যারা নিজের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলছে, তাদের জন্য হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্য সুবিধা কমানোর চেষ্টা করছে। হাসপাতালগুলো এক যৌথ বিবৃতিতে এই সম্ভাব্য ধর্মঘটকে অবিবেচিত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে।

মন্টিফিওর জানিয়েছে, তারা সম্ভাব্য বহু সপ্তাহের ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাউন্ট সিনাই এবং নিউইয়র্ক-প্রেসবিটারিয়ান জানিয়েছেন, ধর্মঘট ঘটলেও তারা রোগীদের নিরাপদে সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। মন্টিফিওরের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জো সলমোনেস বলেছেন, নেতৃত্বের দাবি স্পষ্টভাবে রোগীদের ঝুঁকিতে ফেলছে। হাসপাতালগুলো রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

উত্তরাংশের কিছু হাসপাতাল ইতিমধ্যেই ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যেমন নর্থওয়েল হেলথের সব প্রতিষ্ঠান। কিছু হাসপাতাল তাদের ধর্মঘট নোটিশ প্রত্যাহার করেছে। নর্থওয়েল হেলথের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা ইউনিয়নের সঙ্গে আংশিক চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আনন্দিত এবং আমাদের লক্ষ্য সবসময়ই একটি ন্যায্য চুক্তি করা যা নার্সদের সহায়তা করে এবং রোগী ও সম্প্রদায়ের সেবার মান বজায় রাখে।

এদিকে এমন পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল উভয় পক্ষকেই আলোচনার টেবিলে থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং একটি চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ধর্মঘট হাজার হাজার মানুষ ও রোগীর জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে হাসপাতালগুলোর জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশও স্বাক্ষর করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লু সংক্রমণে ৭,৪০০ জনের মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফ্লু-মতো রোগের পরিদর্শনের হার ৭.২% পৌঁছেছে, যা এই সময়ে রেকর্ড। ফ্লু-মতো রোগ বলতে জ্বরের সঙ্গে কাশি ও/অথবা গলা ব্যথা রয়েছে এমন রোগীদের বোঝানো হয়। এই সপ্তাহে আট শিশুর মৃত্যু ঘটেছে, যা চলতি মৌসুমের মোট ১৭।

সিডিসি এর গবেষণা বলছে, গত মৌসুমে ২৮৯ শিশু ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০০৪ সাল থেকে। এই শিশুদের প্রায় ৯০% টিকাকৃত ছিলেন না।

বর্তমানে ২৬টি রাজ্যে "অত্যন্ত উচ্চ" ফ্লু সংক্রমণ দেখা দিয়েছে, আর ১৬টি রাজ্যে "উচ্চ" স্তর বিরাজ করছে। ওষুধের দোকান ও ফ্লু-সহ করোনা হোম-টেস্টের চাহিদা গত তিন সপ্তাহে ১৫৫% বেড়েছে।

সিডিসি এর প্রধান সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. ক্যারি রিড জানিয়েছেন, "এখন প্রচুর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে। আমরা প্রায়শই দেখি সংক্রমণ বসন্ত পর্যন্ত বাড়তে থাকে। তাই সংক্রমণ কিছু সময় উচ্চ স্তরে থাকবে।" চলতি মৌসুমের অধিকাংশ ফ্লু মামলা এইচ৩-এন২ ভাইরাসের একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট সাবক্লেড কে-এর সঙ্গে যুক্ত। সাবক্লেড কে গ্রীষ্ম থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে এসেছে এবং কানাডা, জাপান ও যুক্তরাজ্যে ফ্লু বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি ছিল।

ডাক্তাররা সবাইকে ৬ মাস ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের বার্ষিক ফ্লু টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। টিকা গুরুতর রোগ, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। ড. জিঙ্ক বলেন, "যদি এখনো টিকা না নিয়েছেন, এখনও নেওয়া সম্ভব এবং প্রয়োজন।"

নিউইয়র্ক সিটিতে সংক্রমণ কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে বলে দেখা গেলেও ভাইরাস এখনও "উচ্চ" মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। সিটির কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য কমিশনার ড. মিশেল মরস বলেছেন, "আমরা এখনো পুরোপুরি নিরাপদ নয়। ফ্লু মৌসুম অনির্ধারিত, এবং ভাইরাস অত্যন্ত উচ্চ স্তরে ছড়িয়ে আছে।"

যুক্তরাষ্ট্রে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ায় ৭৫০ বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ওয়াশিংটনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই অনুরোধ জানানো হয় বলে কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বর্তমানে দেশটিতে অবৈধভাবে অবস্থানরত পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৫০ জনের বিরুদ্ধে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাভুক্তদের মধ্যে প্রায় ২৫০ জনকে বিশেষ ব্যবস্থায় ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে, যাদের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

সূত্রটি আরও জানায়, অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থান বৈধ করার চেষ্টা করছেন। এসব মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক জীবনযাপন, পেশাগত কাজ ও দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে ওয়াশিংটনে বৃহস্পতিবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ভ্রমণ সহজ করতে নতুন আরোপিত ভিসা বন্ড প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত এই নিয়ম অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিকরা ব্যবসায়িক (বি-১) কিংবা পর্যটন ও ভিজিট ভিসা (বি-২) পাওয়ার যোগ্য হলেও তাদের ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার ইউএস ডলার পর্যন্ত জামানত দিতে হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ থেকে ১৮ লাখ টাকা। গত ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশসহ মোট ৩৮টি দেশের জন্য এই ভিসা বন্ড ব্যবস্থা কার্যকর ঘোষণা করা হয়। ২১ জানুয়ারি থেকে ভিসা বন্ড চালুর কথা জানিয়েছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইং জানায়, একই দিনে ড. খলিলুর রহমান মার্কিন সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের আগেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে, যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বড় অগ্রগতি হয়েছে। এসব অগ্রগতির আলোকে বাংলাদেশের ওপর আরোপ করা **২০ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক কমানো বা সম্ভব হলে পুরোপুরি বাতিলের প্রস্তাব দেন তিনি।

বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত পোশাকপণ্যের ওপর আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক কমানো বা বাতিলের প্রস্তাবও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনার কথা জানান। উভয় পক্ষই পারস্পরিক শুল্ক চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাকি থাকা বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়।

চুক্তি সইয়ের সময়সূচি সম্পর্কে কূটনৈতিক একটি সূত্র জানায়, পারস্পরিক শুল্ক চুক্তিটি এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কেবল কিছু কারিগরি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা চলছে। অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে চুক্তি সইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আপত্তির সম্ভাবনা নেই বলেও সূত্রটি জানিয়েছে।

সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারেন ফেডারেল বিচারক

শেষ পৃষ্ঠায় পর

এক ফেডারেল বিচারক। শুক্রবার শুনানিতে যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক ইন্দিরা তালওয়ানি জানান, তিনি একটি টেম্পোরারি রেস্ট্রেইনিং অর্ডার জারি করার পরিকল্পনা করছেন, যদিও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেননি।

এই মামলাটি ট্রাম্প প্রশাসনের সেই বিস্তৃত উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য দেওয়া অস্থায়ী আইনি সুরক্ষা বাতিল করা। এর মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আরেক ফেডারেল বিচারক রায় দেন, যাতে দক্ষিণ সুদান থেকে আসা শত শত মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস ও কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী ও জাস্টিস অ্যাকশন সেন্টারের প্রতিনিধি জাস্টিন কক্স বলেন, "সরকার প্রথমে মানুষকে আবেদন করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আর এখন তাদের গ্রিনকার্ড পাওয়ার পথে ফাঁদ পেতে বসেছে। এটি চরমভাবে অন্যায়।"

মামলাটি 'ফ্যামিলি রিইউনিফিকেশন প্যারোল' বা এফআরপি কর্মসূচি নিয়ে, যা কলম্বিয়া, কিউবা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি ও হন্ডুরাসের নাগরিকদের ওপর প্রযোজ্য।

বাইডেন প্রশাসনের সময় চালু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় থাকা অধিকাংশ মানুষ আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে তাদের আইনি সুরক্ষা হারাতে বসেছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ গত বছরের শেষদিকে এই সুরক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেয়।

মামলায় পাঁচজন বাদী থাকলেও আইনজীবীরা চান, আদালতের রায় যেন কর্মসূচির আওতাভুক্ত সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। আবেদনে বাদীরা বলেন, "যদিও তারা অস্থায়ী মর্যাদায় এসেছেন, বাস্তবে তারা এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন জীবন শুরু করতে– অনেকেই সঙ্গে এনেছেন নিকটাত্মীয়দের। আসার পর তারা কাজের অনুমতি পেয়েছেন, চাকরি করেছেন এবং সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন।"

সরকারপক্ষের যুক্তি ছিল, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েমের যেকোনো প্যারোল কর্মসূচি বাতিলের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং ফেডারেল রেজিস্ট্রিতে প্রকাশের মাধ্যমেই যথাযথ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তিতে তারা দাবি করে, এসব ব্যক্তিকে যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি এবং এই কর্মসূচিতে ব্যবহৃত সম্পদ অন্য অভিবাসন কার্যক্রমে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সরকারের আইনজীবী কেটি রোজ ট্যালি আদালতে বলেন, "প্যারোল যেকোনো সময় বাতিল করা যায়। সেটাই করা হচ্ছে। এতে বেআইনি কিছু নেই।"

বিচারক তালওয়ানি স্বীকার করেন, সরকার চাইলে কর্মসূচি বাতিল করতে পারে। তবে তিনি যেভাবে তা করা হয়েছে, সেই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেন। তার প্রশ্ন ছিল– ফেডারেল রেজিস্ট্রিতে ঘোষণা ছাড়াও সরকার কি লিখিতভাবে, চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানিয়েছে? আদালতে তিনি বলেন, "আমি বুঝতে পারছি কেন বাদীরা মনে করছেন, তারা এখানে এসে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছিলেন। আমি এমন একটি গোষ্ঠীর কথা বলছি, যারা আইন মেনে চলার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে আমাদেরও সেটাই করা উচিত।"

নিম্ন আদালতগুলো সাধারণত বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য অস্থায়ী সুরক্ষা বহাল রাখার পক্ষে রায় দিয়ে এসেছে। তবে মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট জরুরি আদেশে ট্রাম্প প্রশাসনকে কয়েক লাখ অভিবাসীর অস্থায়ী আইনি সুরক্ষা প্রত্যাহারের পথ খুলে দেয়। এর ফলে প্রায় ১০ লাখ মানুষ নতুন করে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। ওই আদেশে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনেজুয়েলা থেকে আসা পাঁচ লাখের বেশি মানুষের মানবিক প্যারোল সুরক্ষা তুলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এর আগেই প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভেনেজুয়েলান অভিবাসীর সুরক্ষা বাতিলের অনুমতি দেয় আদালত। সংক্ষিপ্ত আদেশে সুপ্রিম কোর্ট কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি, যদিও দুজন বিচারপতি প্রকাশ্যে ভিন্নমত পোষণ করেন।

বাড়তে পারে ট্যাক্স রিফান্ড, ফর্ম 'শিডিউল ওয়ান-এ' বাধ্যতামূলক

শেষ পৃষ্ঠায় পর

হতে পারে। আইআরএস এমন ক্ষেত্রে চিঠি পাঠিয়ে ব্যাংক তথ্য চাইবে। ছয় সপ্তাহ পরও তথ্য না পেলে সুদ এড়াতে কাগজের চেক ইস্যু করা হতে পারে।

২০২৫ সালের ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের মৌসুম শুরু হচ্ছে আগামী ২৬ জানুয়ারি। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস বা আইআরএস জানিয়েছে, যারা সবার আগে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়ে দ্রুত রিফান্ড পেতে চান, তাদের এখনই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আইআরএস জানিয়েছে, চলতি বছর ব্যক্তিগত আয়ের প্রায় ১৬ কোটি ৪০ লাখ ট্যাক্স রিটার্ন জমা পড়তে পারে। এর বড় একটি অংশই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাখিল করা হবে বলে ধারণা সংস্থাটির।

আইআরএসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে গড় ফেডারেল ট্যাক্স রিফান্ড ছিল ৩ হাজার ৫২ ডলার। নতুন ট্যাক্স ছাড় কার্যকর হওয়ায় ২০২৬ সালে এই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে, বিশেষ করে যাঁরা নতুন ডিডাকশনগুলোর আওতায় পড়বেন।

২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষরিত 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট'-এর অনেক ট্যাক্স ছাড় ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে এগুলোর পুরো প্রভাব পড়বে ২০২৬ সালের রিফান্ডে।

ফর্ম 'শিডিউল ওয়ান-এ' ছাড়া রিফান্ড নয়

২০২৫ সালের ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সময় নতুন দুই পাতার ফর্ম 'শিডিউল ওয়ান-এ' পূরণ করা বাধ্যতামূলক হবে। ওভারটাইম আয়, টিপস ইনকাম, গাড়ি ঋণের সুদ এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য নতুন ট্যাক্স ছাড় দাবি করতে এই ফর্ম প্রয়োজন। ডিসেম্বরের শেষে ফর্মটির খসড়া প্রকাশ হলেও চূড়ান্ত ফর্ম ছাড়া রিটার্ন দাখিল করা যাবে না।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নেওয়া হলেও এই নতুন ট্যাক্স ছাড়গুলো দাবি করা যাবে।

ট্যাক্স রিটার্ন জমার শেষ সময় ১৫ এপ্রিল

আইআরএসের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল। একই সময়ের মধ্যেই যাদের ট্যাক্স পরিশোধ বাকি রয়েছে, তাদের সেটিও পরিশোধ করতে হবে।

কেন এবারের ট্যাক্স মৌসুম ভিন্ন হতে পারে

২০২৫ সালে আইআরএস ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। বর্তমানে ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট একই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত আইআরএস কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নতুন করে আইআরএসের সিইও পদ সৃষ্টি করে সেখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কমিশনার ফ্র্যাঙ্ক বিসিগনানোকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই অস্বাভাবিক কাঠামোর কারণেই এবারের ট্যাক্স মৌসুমকে 'সাধারণ বছরের মতো নয়' বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কারা বেশি রিফান্ড পেতে পারেন

হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট দাবি করেছেন, ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রিফান্ড সাইকেল দেখা যেতে পারে। তবে ট্যাক্স ফাউন্ডেশনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই সুবিধা সবার জন্য সমান হবে না।

নতুন আইনে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে কারও রিফান্ড কয়েকশ ডলার বাড়তে পারে, আবার কারও ক্ষেত্রে তা হাজার ডলারেরও বেশি হতে পারে। সঠিক পরিস্থিতিতে গড় রিফান্ড ৪ হাজার ডলারের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

যেসব ট্যাক্স ছাড় রিফান্ড বাড়াতে পারে

৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য অতিরিক্ত ৬ হাজার ডলারের ডিডাকশন চালু হয়েছে, যা নির্দিষ্ট আয়ের পর ধাপে ধাপে কমে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসেম্বল করা নতুন গাড়ি কিনে ২০২৫ সালে নেওয়া গাড়ি ঋণের সুদের ওপর সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন পাওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সীমার বেশি আয় হলে এই সুবিধা মিলবে না।

এছাড়া টিপস ইনকাম থেকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার ডলার এবং ওভারটাইম আয়ের ওপর একক ফাইলারের জন্য ১২ হাজার ৫০০ ডলার ও যৌথ ফাইলারের জন্য ২৫ হাজার ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন যুক্ত হয়েছে। চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সর্বোচ্চ ২০০ ডলার পর্যন্ত বেড়েছে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন একক ফাইলারের জন্য ৭৫০ ডলার ও যৌথ ফাইলারের জন্য ১ হাজার ৫০০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাগজের চেক প্রায় বন্ধ, ডাইরেক্ট ডিপোজিট বাধ্যতামূলক

২০২৫ সালের রিটার্ন থেকে অধিকাংশ ট্যাক্সদাতার জন্য কাগজের চেক বন্ধ করছে আইআরএস। যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁদের জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ড বা ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহারের সুযোগ থাকবে, তবে সীমিত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হবে।

আইআরএস জানিয়েছে, আগের বছর মাত্র ৭ শতাংশ রিফান্ড ডাকযোগে চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল।

আইআরএস সাধারণত ই-ফাইল করা রিটার্নের ক্ষেত্রে ২১ দিনের কম সময়ের মধ্যেই রিফান্ড দেয়, বিশেষ করে ডাইরেক্ট ডিপোজিট হলে। তবে আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করা রিটার্নের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির আগে রিফান্ড দেওয়া হয় না।

আগেভাগেই প্রস্তুতির পরামর্শ

বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের ট্যাক্স মৌসুম সাম্প্রতিক বছরগুলোর তুলনায় আলাদা হতে যাচ্ছে। তাই দেরি না করে আগেভাগেই নিয়মগুলো বুঝে নেওয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা এবং ডাইরেক্ট ডিপোজিটের ব্যবস্থা করে রাখাই বুদ্ধিমানের

বেগম খালেদা জিয়া : বাংলাদেশ প্রশ্নে আপোষহীন নেত্রী

৫-এর পৃষ্ঠায় পর

ও আত্মবিশ্বাসের সাথেই তিনি তা করেছেন।

খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও ধারাবাহিক বক্তব্যে বারবার প্রাধান্য পেয়েছে দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের অধিকার অর্থাৎ বাংলাদেশ-মুখী রাজনীতির পক্ষে তাঁর একটি দৃঢ় অবস্থান। তাঁর রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ কখনোই সংকীর্ণ অর্থে নয়; বরং রাষ্ট্রের মর্যাদা, জনগণের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা ও স্বাধীন ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও তাঁর এই অবস্থানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। তিনি ১৯৪৫ সালে ঔপনিবেশিক ভারতের জলপাইগুড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তাঁর পরিবার চলে আসে স্বাধীন বাংলাদেশের দিনাজপুরে। সেই সময় থেকেই ভৌগোলিক আত্মপরিচয়ের চেয়ে দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক, নৈতিক ও আদর্শিক পরিচয় তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে কখনোই সীমান্তের ওপারের কোনো স্মৃতির সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করেননি; বরং সবসময় নিজেকে বাংলাদেশী নাগরিক ও বাংলাদেশী রাজনীতিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধারাবাহিক আত্মপরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থানই প্রমাণ করে তাঁর জাতীয়তাবাদ জন্মসূত্রে নয়, নির্বাচিত ও চর্চিত জীবনবোধের গভীরে প্রোথিত ছিল। আর সে কারণেই বেগম খালেদা জিয়া কেবল একটি দলের নেত্রী নন; তিনি বাংলাদেশের জন্য আধিপত্যবাদবিরোধী ও জনগণনির্ভর রাজনীতির এক স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আর এখানেই তাঁর অনন্যতা এবং তাঁর দেশের জনগণের কাছে তিনি অর্জন করেছে দেশনেত্রীর অবিসংবাদিত শিরোপা।

বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতির প্রেরণাকেন্দ্রে ছিল স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শিক উত্তরাধিকার। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীনতা, আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রচিন্তা এবং সর্বোপরি 'সবার আগে বাংলাদেশ' এই দর্শন তিনি কেবল আবেগে ধারণ করেননি; বরং রাজনৈতিক জীবনে লালন-পালনের চেষ্টা করেছেন এবং সক্ষমতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতনভাবে বহন করেছেন। সময়, ক্ষমতা কিংবা পরিস্থিতির চাপে এই আদর্শ থেকে তিনি কখনো একচুলও সরে আসেননি; এটাই তাঁকে সমসাময়িক বহু নেতার থেকে আলাদা করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে সীমাহীন ত্যাগ, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, কারাবাস ও রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও দেশ ও দেশের মানুষের অধিকারের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান ছিল অবিচল। তিনি বহুবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাঁর নিজের পরিচয়, দায়-দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। নানা অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হয়েও বিদেশিদের সান্ত্বনা, নিরাপদ আশ্রয় কিংবা সুবিধাজনক প্রবাসজীবন কখনোই তাঁর কাছে বিকল্প হয়ে ওঠেনি। বরং বারবার উচ্চারণ করেছেন, 'বাংলাদেশ ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি'। 'এদেশের বাহিরে আমার কোন ঠিকানা নেই- এদেশ, মাটি, মানুষই আমার শেষ ঠিকানা'। এমন উচ্চারণই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও অনুশীলনের সারমর্ম হয়ে উঠেছে। একারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আমার স্বজনহীন জীবনে দেশবাসীই আমার স্বজন। আল্লাহ আমার একমাত্র ভরসা। আমি যেমন থাকি, যেখানেই থাকি, যতক্ষণ বেঁচে থাকব দেশবাসীকে ছেড়ে যাব না'।

তাঁর রাজনীতিতে দেশপ্রেম কোনো মৌসুমি স্লোগানের বিষয় ছিল না; বরং তা ছিল একটি ধারাবাহিক নৈতিক অবস্থান। খালেদা জিয়া সবসময়ই দেশের সার্বভৌমত্ব, সাংবিধানিক গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বার্থকে বিন্দু পরিমান ছাড় দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, জনগণের ভোটাধিকার এবং সাংবিধানিক কাঠামোর প্রশ্নে তিনি আপোষের পথ বেছে নেননি। রাষ্ট্রচিন্তার দৃষ্টিতে তিনি সেই ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যেখানে নেতৃত্ব মানে সুবিধাভোগ নয়, বরং দায়িত্ব বহনের সাহস ও নৈতিক-দায়। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি একজন দৃঢ়চেতা, স্পষ্টভাষী ও দেশপ্রেমিক নেত্রীকে হারাল যাঁর কণ্ঠ কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি, দেশ ও জনগণের স্বার্থে যিনি নিজ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হননি, যাঁর অবস্থান মানুষের কাছে কখনো অস্পষ্ট ছিল না। বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে গভীর আদর্শিক বার্তাটি রেখে গিয়েছে, সেটি হলো: রাজনীতি কেবল ক্ষমতার খেলা নয়; এটি আত্মমর্যাদা, নৈতিক সাহস এবং জাতির স্বার্থে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার নাম। দেশ ও দেশের মানুষকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসলে কোনো স্বৈরশাসক কিংবা কোনো বর্হিশক্তির সঙ্গে আপোষ করা যায় না। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মূল্য যদি কারাবাস, নির্যাতন কিংবা নিঃসঙ্গতাও হয়, ইতিহাস শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থানকেই স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মান জানায়।

অবিসংবাদিতভাবে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এমন এক আপোষহীন নেত্রী, যিনি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘকাল দেশের রাজনৈতিক পরিসরে সক্রিয় থেকেছেন। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক চর্চায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং মানুষের মৌলিক অধিকার- এই তিনটি বিষয়ই কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিপালিত হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্র বদলালেও তাঁর অবস্থান বদলায়নি; বরং রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক প্রশ্নে তিনি ছিলেন আদর্শিক, ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট। তিনি সামরিক শাসন, স্বৈরাচার এবং একপাক্ষিক সিদ্ধান্তগ্রহণের রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন এবং জনগণের ভোটাধিকার ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। গণতন্ত্র তাঁর কাছে ছিল কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়া নয়, বরং নাগরিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার একটি নৈতিক কাঠামো। এই কারণে তিনি বারবার রাষ্ট্রক্ষমতার দলীয় নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত করার বিপরীতে জনগণের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি সামনে এনেছেন যা তাঁকে শাসক হোক কিংবা বিরোধী, উভয় অবস্থানেই রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। তারই প্রতিফল ঘটেছে দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বশেষ সংযমী উচ্চারণেও, বিশেষ করে স্বৈরশাসকের পলায়নের পর, 'ধ্বংস নয়, প্রতিশোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়; ভালোবাসা, শান্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলে' জাতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মাঝ দিয়ে।

বেগম খালেদা জিয়ার দেশপ্রেমিক মনোবৃত্তি ও রাজনৈতিক আদর্শের স্থিতিশীলতায় দেশকে অটল রাখার প্রচেষ্টাই তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন প্রভাবশালী বিরোধী নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, আঞ্চলিক সম্পর্ক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জটিল ও সংকটপূর্ণ পর্যায়ে ছিল, তখন তাঁর আপোষহীনতা অনেকের কাছে বিব্রতকর হলেও দেশের আপামর জনগণের একটি বড় অংশের কাছে তা ছিল আস্থার উৎস। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের মতে, সংকটকালে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণকারী নেতৃত্বই দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে। যদিও রাজনীতি কখনোই একমাত্রিক বিচারে মূল্যায়নযোগ্য নয়, তবুও বেগম খালেদা জিয়ার দেশপ্রেম, সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পক্ষে অবিচল অবস্থান এবং বাংলাদেশি রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্বের জায়গা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি প্রমাণ করেছেন নারীর নেতৃত্ব কেবল প্রতীকী নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, জাতীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক সাহসের প্রশ্নে সমানভাবে প্রভাবশালী হতে পারে। এই কারণেই বেগম খালেদা জিয়া কেবল একটি সময়ের রাজনৈতিক নন; তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অধিকার, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা এক অনিবার্য নাম।

ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
Email: mahruf@ymail.com

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১২ জানুয়ারী, ২০২৬ সোমবার ♦ সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
১২ জানুয়ারী, ২০২৬ সোমবার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • মোঃ জাবেদ উদ্দীন, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • মোঃ জিল্লুর রহমান খান, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • বুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সারা উদ্দিন, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • আব্দুল আজিজ, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • হুমায়ুন কবির সোহেল, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মোঃ ফজল খান, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ

প্রচারে: ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

Vote Mohammed Rasel Ahmed!



MOHAMMED
RASEL AHMED

RUNNING FOR REPRESENTATIVE
FOR 14TH DISTRICT

DEMOCRATIC

- ☑ Improving Neighborhood Safety
- ☑ Funding Education & Healthcare
- ☑ Fighting for Housing & Workers' Rights
- ☑ Fighting for Immigrants' Rights
- ☑ Provide free job training for all adults

সিটিতে পাবলিক রেস্ট রুম সম্প্রসারণে ৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেয়র জোহরান মামদানী। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম একশ দিনের মধ্যেই দ্রুত ও কম খরচে নতুন পাবলিক রেস্ট রুম স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ শুরু করবে সিটি কর্তৃপক্ষ।

মেয়রের কার্যালয় জানায়, সিটির ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে যারা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কম ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে পাবলিক টয়লেট স্থাপন করতে সক্ষম। প্রাথমিক পাইলট প্রকল্পের আওতায় সিটি জুড়ে ২০ থেকে ৩০টি উচ্চমানের মডুলার টয়লেট স্থাপন করা হবে। এসব টয়লেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষ্কার হবে এবং দিনে দু'বার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেয়র মামদানী বলেন, রেস্টরুমগুলো স্থাপনের পরও আরও কাজ বাকি থাকবে। কোন এলাকায় কখন এসব রেস্ট রুম বসানো হবে, তা নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব জমা পড়ার পর।

এই উদ্যোগ এসেছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ২০২৫ সালের একটি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে আগামী দশ বছরে সিটি জুড়ে এক হাজার নতুন পাবলিক টয়লেট স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সিটি কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন বলেন, মেয়র মামদানীর সঙ্গে সমন্বয়ে এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

পরিবহন কমিশনার মাইক ফ্লিন জানান, জনসাধারণের বিশেষ করে প্রবীণ, শিশু, তাদের অভিভাবক, ডেলিভারি কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি।

এদিকে শনিবারের সংবাদ সম্মেলনেই পশ্চিম হারলেমের টুয়েলফথ অ্যাভিনিউ ও সেন্ট ক্লেয়ার প্লেস এলাকায় একটি নতুন পাবলিক রেস্ট রুম স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেন মেয়র ও সিটি কাউন্সিল স্পিকার। মেয়র মামদানী বলেন, এই উদ্যোগের ফলে নিউইয়র্কাররা শহরে চলাচলের সময় কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন।

সিটি কাউন্সিল সদস্য শন অক্রে জানান, নদীতীরবর্তী এলাকায় যাতায়াত সহজ করা এবং পাড়া আরও স্বাগতপূর্ণ ও সহজপ্রাপ্য করে তুলতেই এই স্থানে টয়লেট বসানো হচ্ছে। মেয়রের কার্যালয় জানিয়েছে, পশ্চিম হারলেমের নতুন টয়লেটটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য হবে, প্রতিবন্ধীবান্ধব ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষ্কারযোগ্য হবে এবং সেখানে পানির বোতল ভরার ব্যবস্থাও থাকবে।

নিউইয়র্কসহ ৫ স্টেটে 'সাময়িকভাবে অর্থায়ন' চালু রাখার নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস (এইচএইচএস)রাজ্যগুলোর অর্থায়ন বন্ধ রাখতে পারবে না। আদালত এখন দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন বিবেচনা করবে।

এর আগে জালিয়াতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত পাঁচটি স্টেটের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ১০ বিলিয়ন ডলার তহবিল অর্থায়ন স্থগিত করেন ফেডারেল সরকার এর ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস (এইচএইচএস)। এতে ফেডারেল সরকার ও ডেমোক্রেট অধ্যুষিত ৫ স্টেটের রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই শুরু হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের তহবিল অর্থায়ন স্থগিত এর বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, মিনেসোটা, ইলিনয় স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলরা নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল কোর্টে মামলা দায়ের করে বৃহস্পতিবার। মামলায় বলেন, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অর্থ একতরফাভাবে আটকে রাখা প্রশাসনের ক্ষমতার সুস্পষ্ট অপব্যবহার। তাঁদের দাবি, এই সিদ্ধান্তে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলো চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

এর আগে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস (এইচএইচএস) জানায়, জালিয়াতির আশঙ্কায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেল কর্মসূচির অর্থ ছাড় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্স ফর নিডি ফ্যামিলিজ বা ট্যানফ এবং সোশ্যাল সার্ভিসেস ব্লক গ্রান্ট। প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, অর্থ ছাড়ের আগে রাজ্যগুলোকে অতিরিক্ত নথি ও যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের স্থগিত সিদ্ধান্তের আওতায় তিনটি প্রধান ফেডারেল কর্মসূচিগুলো হলো চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিসিডিএফ), যা প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ ছিল; টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্স ফর নিডি ফ্যামিলিজ বা ট্যানফ, প্রায় ৭.৩৫ বিলিয়ন ডলার; এবং সোশ্যাল সার্ভিসেস ব্লক গ্রান্ট (এসএসবিজি) প্রায় ৮৬৯ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ শিশু যত্ন, নগদ সহায়তা, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সামাজিক সেবা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি ছিল, ডেমোক্র্যাট-শাসিত রাজ্যগুলোতে পরিচালিত সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে ব্যাপক জালিয়াতি চলছে। বিশেষ করে মিনেসোটায় শিশু পুষ্টি, আবাসন ও অটিজম সেবা কর্মসূচিতে শত শত মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের তথ্য সামনে আসার পর বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে আলোচনায় আসে।

তবে এইচএইচএস সচিব রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র সিবিএস নিউজকে বলেন, তারা প্রশাসনের সঙ্গে জালিয়াতি বন্ধে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে বলেই অর্থায়ন স্থগিত করা হয়েছে। কেনেডি দাবি করেন, আগে থেকেই রাজ্যগুলোকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং তিনি বলেন, "যদি তারা কোনো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা দেখাতে না পারে, তাহলে তা দেখানো পর্যন্ত অর্থ বন্ধই থাকবে।" তাঁর মতে, দরিদ্র পরিবারকে সহায়তার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো জালিয়াতির অবসান নিশ্চিত করা।

মামলায় রাজ্যগুলো আরও যুক্তি দেয়, 'কেবলমাত্র অভিযোগ বা সন্দেহের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার কোনো রাজ্যের অর্থায়ন বন্ধ করতে পারে না। আইন অনুযায়ী রাজ্যগুলোকে অভিযোগের জবাব দেওয়ার এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দিতে হয় যা এই ক্ষেত্রে মানা হয়নি। তাই এই অর্থ স্থগিতের সিদ্ধান্ত অবৈধ ও অসাংবিধানিক।'

ইলিনয়ের অ্যাটর্নি জেনারেল কোয়ামে রাউল আদালতের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই অর্থায়ন বন্ধের কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাঁর ভাষায়, এটি শিশু ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জীবনের সঙ্গে রাজনীতি করার এক নিষ্ঠুর ও বেআইনি চেষ্টা।

এদিকে হোয়াইট হাউস ও এইচএইচএস এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তারা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে লাখো মানুষের ক্ষোভ; সিদ্ধান্তে অটল ট্রাম্প প্রশাসন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনে সিটি থেকে স্টেট পর্যন্ত বিক্ষোভ চলমান রয়েছে। চলতি সপ্তাহে 'ফাইভ জিরো-ফাইভ জিরো' ব্যানারে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এক হাজারের মতো বিক্ষোভ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত ব্লু স্টেটগুলোর আইনপ্রণেতারা অভিবাসন অভিযানে ফেডারেল এজেন্টদের কার্যক্রম সীমিত ও টার্গেট হওয়া অভিবাসীদের সুরক্ষায় নতুন আইন প্রণয়ণের জন্য পরিকল্পনা করছেন। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্তে অটল অবস্থানে রয়েছেন। প্রশাসনের দাবি 'আত্মরক্ষার্থে' এজেন্ট ওই নারীকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছেন। উল্টো লুজিয়ানায় অভিযানে থাকা ফেডারেল এজেন্টদের মিনেসোটায় মোতায়েন এবং সোমবার থেকে আরো ১০০ এজেন্ট মিনিয়াপলিসে মোতায়েন এর ঘোষণা দেন।

নিউইয়র্ক, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস, পোর্টল্যান্ড, সিয়াটল, ফিলাডেলফিয়া এবং ডেনভারসহ বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ আইস কার্যালয় ও ফেডারেল ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। নাগরিক অধিকার কর্মী এবং অভিবাসী সংগঠনগুলো ফেডারেল অভিবাসন নীতি, আইসের ক্ষমতা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিতেও এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এটি অপ্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেছেন। তারা স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্তের পাশাপাশি আইসের ক্ষমতা সীমিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেস সদস্য অ্যাডাম শিফ বলেছেন, "আমরা আইন প্রয়োগের নামে আর কোনো সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না। এই ঘটনা দেখায়, ফেডারেল এজেন্টদের অতিরিক্ত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।"

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, "জাতীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচারের অভাব এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি অমানবিক আচরণ আমাদের দেশে সহনীয় নয়।"

এই হত্যাকাণ্ডটি বিভিন্ন দিক থেকে ভিডিওতে ধারণ হওয়ায়, ঘটনার ব্যাখ্যা নিয়ে দেশজুড়ে মতবিভাজন দেখা দেয়। মিনেসোটা রাজ্যের কর্মকর্তারা আইস এজেন্টের কাজকে একটি অযৌক্তিক সহিংসতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেটি একজন সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে গুড "বামপন্থী অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী" ছিলেন এবং এজেন্টকে গাড়িতে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাই এজেন্ট আত্মরক্ষার জন্য গুলি করেছেন।

ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে সীমান্ত রক্ষী এজেন্টরা গাড়ি চালকের উপর গুলি চালায়, যেখানে দুইজন আহত হন, সেই ঘটনার পর, "নো কিংস" এবং "হ্যান্ডস অফ" সহ গত বছরের আন্দোলনগুলো পরিচালনা করা সক্রিয় গ্রুপগুলো সমন্বিতভাবে "সারাদেশে গণ আন্দোলনের" ডাক দিয়েছে। '৫০৫০ ওয়ান' আন্দোলনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "রেনি নিকোল গুড এবং পোর্টল্যান্ডের আহতরা আইসের ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের সাম্প্রতিক শিকার। আইস দশকের পর দশক ধরে সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করেছে, আর ট্রাম্প প্রশাসনের সময় এ সহিংসতা আরও তীব্র হয়েছে।"

ট্রাম্প প্রশাসন এক শহর থেকে অন্য শহরে বৃহৎ আইনি অভিযান চালাচ্ছে, যা মিনিয়াপলিসে লক্ষ্যবস্তু প্রধানত সোমালি অভিবাসীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আইস এজেন্টের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় দেশজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়লেও, নোয়েম বলছেন যা ঘটেছে, তা তিনি স্পষ্টভাবেই দেখেছেন।

১১ জানুয়ারি সিএনএনের 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' অনুষ্ঠানে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নোয়েমকে একাধিকবার প্রশ্নের মুখে ফেলেন সঞ্চালক জেক ট্যাপার।

গুলির ঘটনার মাত্র দুই ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ যে বিবৃতি দিয়ে আইস এজেন্টের গুলি চালানোকে বৈধতা দেয় এবং গুডকে 'ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদে' অভিযুক্ত করে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন তোলেন ট্যাপার। জবাবে নোয়েম বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে তার কথোপকথন এবং ভিডিও ফুটেজ দেখেই তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

নোয়েমের দাবি, "আমরা সবাই দেখেছি কী ঘটেছে। এটা একেবারেই সেটাই, যা ঘটেছে।" তবে তিনি স্বীকার করেননি, কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত ছাড়াই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কতটা যৌক্তিক।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, মিনিয়াপলিসে গুডের বাড়ির কাছের একটি রাস্তায় তার এসইউভি গাড়িটি থামানো ছিল। একাধিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। একজন অফিসার চালকের পাশের দরজা খোলার চেষ্টা করেন এবং গাড়ি থেকে নামতে চিৎকার করে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গুড গাড়িটি সামান্য পেছনে নিয়ে আবার সামনে চালাতে শুরু করেন এবং ডানদিকে মোড় নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় একজন আইস এজেন্ট অস্ত্র বের করে গুলি চালান। এই ঘটনার পর নোয়েম, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করেন, গুড তার গাড়িকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং আইস এজেন্ট আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালান। তবে ভিডিওতে দেখা যায়, গুলির মুহূর্তে গাড়ির চাকা ডানদিকে ঘোরানো ছিল, যা এজেন্টের বিপরীত দিক নির্দেশ করে।

মিনিয়াপলিসের স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য কর্মকর্তারা সরকারের এই বক্তব্যকে 'প্রোপাগান্ডা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, ভিডিও ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে আইস এজেন্ট বেপরোয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, যার ফলেই একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে নোয়েম আরও বলেন, গুড এবং তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছিলেন, যা আইন ভঙ্গের শামিল। তার মতে, কর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে কীভাবে ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি নিশ্চিত হলেন এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে নোয়েম আবারও বলেন, গুড গাড়িকে অস্ত্র বানিয়ে 'ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদে' জড়িত ছিলেন।

নোয়েমের ভাষায়, গুলি চালানো আইস এজেন্ট নিজেকে এবং আশপাশের মানুষদের রক্ষা করেছেন। যদিও অঙ্গরাজ্য ও শহর কর্তৃপক্ষ বলছে, তদন্ত থেকে তাদের দূরে রাখা হয়েছে, যা একটি নিরপেক্ষ তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

এদিকে ব্লু স্টেট আইনপ্রণেতারা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক, ইলিনয় থেকে নিউ জার্সি পর্যন্ত রাজ্যগুলো আইসের কার্যক্রম সীমিত করা এবং টার্গেট হওয়া মানুষদের রক্ষা করার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছে, যেখানে আইসের তুলনা করা হয়েছে গেস্টাপো'র সঙ্গে।

মিনেসোটার সিনেটর প্যাট ফাহি আইস এজেন্টদের মুখোশ পরা নিষিদ্ধ করার এবং রাজ্য পর্যায়ে এজেন্টদের কার্যক্রম ট্র্যাক করার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরির প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, "এটি কেবল অভিবাসন নীতি নয়, লোকজন বুঝতে পারছে যে শহর এবং শহরতলির রাস্তায় অস্ত্রধারী সধংশবফ মানুষদের উপস্থিতি জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস ধ্বংস করছে।"

ট্রাম্প প্রশাসন ব্লু স্টেট নেতাদের দ্বারা আইসের কার্যক্রম সীমিত করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে। তারা "সাংকচুয়ারি" নীতি বিরোধিতার কারণে স্থানীয় সরকারকে মামলার মুখোমুখি করেছে এবং ফেডারেল অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। প্রশাসন আইস এজেন্টের গুলি ছোঁড়া ঘটনার পক্ষ নিয়েছে, যদিও স্থানীয় মিনিয়াপলিস কর্মকর্তারা এই বিবরণ চ্যালেঞ্জ করেছেন।

নিউ জার্সি সিনেটর ব্রিটনি টিম্বারলেক আইসের ভূমিকার সঙ্গে নাজি জার্মানির তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, "যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তবে মিনেসোটার ৩৭ বছর বয়সী নারীর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করুন, যাকে আইস গুলি করে হত্যা করেছে।" হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সহকারী সচিব ট্রিশিয়া ম্যাকলাফলিন এই ভাষাকে "অত্যন্ত অবমাননাকর" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইলিনয় ও ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটরা আইসের কার্যক্রম সীমিত করতে বিভিন্ন আইন প্রস্তাব করেছেন। ইলিনয় সিনেটর লরা ফাইন বলেছেন, "এগুলি মূলত ফেডারেল এজেন্টদের দায়বদ্ধ করার জন্য এবং আইসের সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য।" ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন "আমেরিকার শহরগুলোকে মার্কিন সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।"

নিউ ইয়র্কের সিনেট ও আইনপ্রণেতারা এমনও উদ্যোগ নিচ্ছেন যা আইসের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ সহযোগিতা বন্ধ করবে এবং অভিবাসী নাগরিকদের ডিফেন্স নিশ্চিত করবে। টেনেসির ডেমোক্র্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্যাবি সালিনাস স্কুল ও চার্চে আইস এজেন্টদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার একটি বিল প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, "অন্য শহরে যা ঘটেছে, তা এখানে ঘটতে পারে, এবং আমি চাই না কোনো জীবন নষ্ট হোক।"

ঘটনার মধ্যে আরও জটিলতা তৈরি করেছে হঠাৎ লুইজিয়ানা থেকে হাজারের বেশি ফেডারেল কর্মকর্তার মিনিয়াপলিসে স্থানান্তর। 'ক্যাটাহুলা ক্রাঞ্চ' অভিযানের অংশ হিসেবে লুইজিয়ানার কর্মকর্তাদের স্থানান্তর শহরে ফেডারেল অভিযানকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত ও জটিল করে তুলেছে। এই পদক্ষেপ সোমালি কমিউনিটি এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হলেও স্থানীয় নাগরিকরা এটিকে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হিসেবে দেখছেন।

ঘটনার তদন্ত এখন এফবিআই-এর হাতে। সংশ্লিষ্ট আইস এজেন্টকে প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবার এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ন্যায়বিচারের প্রতি সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। রেনে গুডের পরিবারের সহায়তায় গঠিত তহবিলে অল্প সময়েই বিপুল অর্থ জমা পড়েছে, যা সাধারণ মানুষের সহমর্মিতা এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

মিনিয়াপলিস সিটিতে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা ICE–এর চলমান অভিযানে সহায়তার জন্য আরও শতাধিক ফেডারেল এজেন্ট পাঠাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম রোববার জানান, আজ ও আগামীকাল এই অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

ক্রিস্টি নোয়েম জানান, মিনেসোটার সোমালি কমিউনিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বড় কল্যাণ তহবিল জালিয়াতি কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটেই মিনিয়াপলিস সিটিতে এই বাড়তি ফেডারেল উপস্থিতি। তাঁর দাবি, মহামারিকালীন শিশুদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ফেডারেল প্রোগ্রামের ট্যাক্স ডলার আত্মসাত হয়েছে। যদিও সরকারি নথি অনুযায়ী, ২০২২ সালের পর যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে বা নাগরিকত্ব গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ফক্স নিউজে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোয়েম মিনিয়াপলিসকে ট্যাক্স ডলার চুরির "গ্রাউন্ড জিরো" হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এই অভিযানের উদ্দেশ্য প্রকৃত দুর্নীতি ও চুরি উন্মোচন করা। তবে তিনি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরেননি। একই সঙ্গে তিনি ওঈউ অভিযানের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভের সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন, কিছু অলাভজনক সংস্থার অর্থায়নের উৎস তদন্ত করা হচ্ছে, যেগুলো নাকি বিক্ষোভকারীদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমে বাধা দিতে উৎসাহিত করেছে। এসব অভিযোগের পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

মিডিয়া বৈঠকটিকে 'আন্তর্জাতিক বৈঠক' বলে অভিহিত করে। এদিকে ট্রাম্প-মামদানীর বৈঠক-কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। কেউ কেউ বৈঠকটি-কে 'পিতা-পুত্র' আবার 'নানা-নাতি'র বৈঠক হিসেবে অভিহিত করেছেন। জ্যামাইকা, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস প্রভৃতি এলাকায় বাংলাদেশীদের সাথে আলাপকালে এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জোহরান মামদানী আগামী ১ জানুয়ারী নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের দায়িত্ব নিচ্ছেন।

২৩ নভেম্বর ২০২৫

বিভেদ সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ

জাফর আহমাদ

"(আর হে মুহাম্মদ!) আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম। আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"(সুরা বনী ইসরাইল:৫৩) এ আয়াতের আলোকে আমরা বলতে কোন বাঁধা নেই যে, মানুষের মধ্যে যদি কেউ বিভেদ সৃষ্টি তিনি যে-ই হোন কেন, তিনি শয়তানের কাজটির আঞ্জাম দিচ্ছেন বা তিনি শয়তানের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছেন। কারণ উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থে জঠিলতা বলতে কিছুই নেই যে আমাদের বুঝতে কিছুটা সমস্যা আছে। আর মানুষ যে শয়তানের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেও শয়তান হতে পারে তা আমরা সুরা আন নাস থেকে জানতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বলো, আমি আশ্রয় চাই, খান্নাসের ওয়াসওয়াসার ক্ষতি থেকে। সে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে। "সে জিনদের মধ্যে থেকে হোক বা মানুষের মধ্যে থেকে হোক।"(সুরা নাস:৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আর এভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জীন জাতীয় শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমনে পরিণত করেছি।"(সুরা আনআম:১১২) হযরত আবু জর গিফারী রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সা: এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি সালাত পড়েছো। আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, ওঠো এবং সালাত পড়ো! কাজেই আমি সালাত পড়লাম এবং আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন: "হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়। বললেন, হ্যাঁ। (আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)

সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়, সম্প্রীতি ও ভালবাসার সমাজ গড়ে উঠে। এই জন্য আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে আল্লাহর বান্দারা যেন মুখ থেকে এমন কথা বের করে যা সর্বোত্তম। এমনকি কাফের ও মুশরিক ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে আলাপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করার সময় কড়া কথা, বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য বর্জন করতে হবে। বিরোধী পক্ষ যতই অপ্রীতিকর কথা বলুক না কেন মুসলমানদের মুখ থেকে কোন ন্যায় ও সত্য বিরোধী কথা বের হওয়া উচিত নয়। ক্রোধ আত্মহারা হয়ে তাদেও আজে বাজে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাণ্ডা তাদের এমন সব কথা বলতে হবে, যা যাচাই বাছাই করা, মাপাজোকা, ওজন করা, সত্য এবং তাদের দাওয়াতের মর্যাদার সাথে সংগতিশীল।

মনে রাখতে হবে, যখনই বিরোধীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে বলে মনে করবে এবং মন মেজাজে আকস্মিকভবাবে আবেগ-উত্তেজনায় ভরে যেতে দেখতে পাবে তখনই বুঝতে হবে, দীনের দাওয়াত নষ্ট করার জন্য এটা শয়তানের উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়। শয়তানের চেষ্টা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দারাও যাতে বিরোধীদের মতো সংস্কারের কাজ ত্যাগ করে তারই সৃষ্ট বিতর্ক-কলহ ও ফিতনা-ফাসাদে মশগুল থাকে। এতে তার দ্বিগুণ লাভ এক, সংস্কারবাদীরা বিতর্ক ও কলহে জড়িয়ে পড়বে, ফলে তাদের দাওয়াতী কাজ ভেস্তে যাবে। দুই, বিরোধী পক্ষ শুদ্ধ না হয়ে হয়ে আরো বেশী করে বিরোধীতায় নেমে পড়ে।

একজন আল্লাহর বান্দা এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। সমাজকে বিভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দূর্দশার সম্মুখীন হয়। অথচ একজন মুমিন কখনো অন্য একজন মু'মিনকে কষ্ট দিতে পারে না। সে কথাটি যদি আবার সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করা হবে।"(সুরা হুজরাত ঃ ১০) " মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।"(মুসলিম ও তিরমিযি) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে সহযোগীতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই।"(মুসনাদে আহমাদ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলিম সে, যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"(সহিহ বুখারী) এছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মন্দ কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ কালিমা তাইয়েরা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা। এ কালিমাটি যিনি মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, তার চরিত্রে একদিকে ভালো কথা, ভালো চিন্তা ও আচরণ, অন্য দিকে মন্দ কথা, মন্দ চিন্তা বা আচরণ একই সাথে সমান্তরাল বিরাজ করতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা হলো কালিমাতুত তাইয়্যেবা তথা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই"। এটি এমন একটি বাক্য যার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাত তাদের জীবনের ভিত রচনা করেন। যিনি কালিমা তাইয়্যেবার ভিত্তিত্বে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেন, তার চিন্ত– ধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কথা-বার্তায় চিন্তার ছাপ, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠবে। মোট কথা ব্যক্তির সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন সুচিত হবে। যার জীবনধারার কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকবে না। সর্বোপুরি একজন মুমিন আল-কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে এবং আল কুরআন অনুযায়ী কথা পরিত্যাগ করবে। আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চলার পথে কিছু জিনিষকে গ্রহণ করবে আবার কিছু জিনিষকে ত্যাগ করবে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভেদ ও বিদ্বেষমূলক কথা পরিহারের কথা অত্যন্ত জোড়ালোভাবে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছে।"(সুরা আলে ইমরান:১০৩)

সারা পৃথিবীতে কয়েক শত কোটি মুসলমান। মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বলে তারা শৌর্য-বীর্য ও বীরশ্রেষ্ট জাতি। তাদের প্রত্যেকের সাথে মর্যাদার প্রতীক মাথা নামক যেই অঙ্গটি আছে, তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে নত হয় না। এটি মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের কাছে যেই আসমানী গ্রন্থ আল কুরআন রয়েছে, সেই গ্রন্থ মুসলিম জাতিকে সেভাবেই গড়ে তুলে। কিন্তু সেই মহগ্রন্থ আল কুরআন থেকে যেদিন মুসলমানরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তাদের কপাল পুড়তে শুরু করেছে। তাদের মর্যাদার প্রতীক ও শ্রেষ্টত্বের বৈশিষ্ট্য মাথা এখন যেখানে সেখানে অবনত হয়ে যায়। পরাজিত মানসিকতা, অনৈক্য ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে পতনোন্মখ, পশ্চাদপদ ও মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিদের ভয়ে বিশেষ করে মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতার লোভে তাদের সকল প্রকার অন্যায় আবদার পূরণ করে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, এর প্রধান কারণ হলো, কুরআন থেকে দুরে সরে যাওয়া। আল কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে মুসলমানগণ অনৈক্য আর আত্মকলহে জড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে তারা এখন আত্ম কলহের জাতি। আত্মকলহের কারণে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, ভীতু প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। তাই সারাক্ষণ তাদেরকে নতজানু হয়ে থাকতে হয়।

তাদের এ চিত্র দেখে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র তৃপ্তির হাসি হাসে। কারণ বিশ্বময় মুসলমানদের অনৈক্য সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদী এ প্রজেক্টের পেছনে যেই শ্রম, মেধা ও অর্থ তারা বিনিয়োগ করেছিল তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের শ্রেষ্ট সন্তান আলেমদের মতানৈক্য দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় তারাও কি এদের ক্রীড়নক-এ পরিণত হল কি না? (আল্লাহ আমার এ ধারনাকে সত্যে পরিণত না করুন) সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে তা হবে মুসলিম জাতির চরম দূর্ভাগ্য। সেই সাথে দুর্ভাগা বলতে হবে সে সমস্ত আলেমদের যাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে অথচ তারা তা বুঝে না কিংবা তদনুযায়ী কাজ করে না, তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন গাধা হিসেবে, যারা ওজন বহন করে কিন্তু তারা জানে না কি বহন করছে এবং তা থেকে না হতে পারে উপকৃত। তারা সেই হতভাগা, যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী সা: বিচারের দিন অভিযোগ করবেন, "হে আমার আল্লাহ! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত, বর্জন, বাস্তুচ্যুত বা উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।"(সুরা ফুরকান-৩০)

বাকা'র সাধারণ সভায় সভাপতি সারওয়ার, সম্পাদক রুহেল পুনর্নির্বাচিত

শেষ পৃষ্ঠায় পর

কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইনক' (বাকা)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা।

মঙ্গলবার (৬ই জানুয়ারি) ব্রঙ্কসের স্টারলিং বাংলাবাজার অ্যাভিনিউস্থ নিরব রেস্টুরেন্টের হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ্ বদরুজ্জামান রুহেলের সঞ্চালনায় সভার প্রথম পর্বে বার্ষিক রিপোর্ট ও ২০২৫ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি।

বিগত দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনায় অংশ নেন-আব্দুল হাসিম হাসনু, আহবাব চৌধুরী খোকন, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মাকসুদা আহমেদ, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, শাহ্ ইকবাল রাজু, শাহ্ কামাল উদ্দিন, রায়হান জামান রানা, আলিমুল ইসলাম বান্টি, সোহেল আহমদ, নজমুল ইসলাম, এম.ডি আলাউদ্দিন, আহমেদ ফয়সল, চৌধুরী মুমিত তানিম, দুলাল রহমান এবং মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাবুল।

সভায় ২০২৬ সালের তিনটি বড় আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করা হয় এবং তা বাস্তবায়নে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কিরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার মহফিল (২৪ ফেব্রুয়ারি): এ কমিটি পরিচালনায় থাকছেন আহ্বায়ক এমডি আলাউদ্দিন, সদস্য সচিব চৌধুরী মুমিত তানিম ও প্রধান সমন্বয়ক শাহ্ ইকবাল রাজু।

১১তম বাংলা মেলা (২৮ জুন): মেলা আয়োজনে দায়িত্বে থাকবেন আহ্বায়ক মাকসুদা আহমেদ, সদস্য সচিব সোহেল আহমদ ও প্রধান সমন্বয়ক সালমা সুমি।

বার্ষিক বনভোজন (১৯ জুলাই): বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক লোকমান হোসেন লুকু, সদস্য সচিব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ও প্রধান সমন্বয়ক নজমুল ইসলাম।

সভার দ্বিতীয় পর্বে আগের কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনুর সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছর (২০২৬-২৮) মেয়াদের জন্য সারওয়ার চৌধুরীকে সভাপতি, শাহ্ বদরুজ্জামান রুহেলকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোহাম্মদ রনিকে পুনরায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচিত এ তিন নেতা সংগঠনের সিনিয়রদের সাথে পরামর্শক্রমে আগামী ৭ দিনের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় বক্তারা বাকা'র কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে এবং প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি পৌঁছে দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্কে সিডিপ্যাপ এর নামে ১.২ বিলিয়ন জালিয়াতি!

শেষ পৃষ্ঠায় পর

বলছেন, মিনেসোটার আলোচিত ডে-কেয়ার কেলেঙ্কারির তুলনায় এটি অন্তত দশ গুণ বড়।

নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৯০ এর দশকে প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের নার্সিং হোমে পাঠানো কমাতে সিডিপ্যাপ চালু করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পরিবারের সদস্যরাই পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু যোগ্যতা ও তদারকির ঘাটতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি জালিয়াতির উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

প্রসিকিউটরদের নথি অনুযায়ী, বালাল হোসেন নামে এক ব্যক্তি অসুস্থ মায়ের পরিচর্যার নামে পরিবারের এক ডজন সদস্যকে কাগজে-কলমে কেয়ারগিভার হিসেবে দেখিয়ে ছয় বছরে প্রায় তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার ডলার তুলে নেন। বাস্তবে তার মা পুরো সময়ই বাংলাদেশে ছিলেন। পরিদর্শক এলে ভাইকে মায়ের ছদ্মবেশে হাজির করা হতো। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে তিনি দণ্ডিত হন।

তদন্তে দেখা গেছে, গত এক দশকে অন্তত ১৭৯ মিলিয়ন ডলার সরাসরি জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ হয়েছে। এর বাইরে প্রশাসনিক মধ্যস্বত্বভোগীদের পেছনে অপচয় হয়েছে আরও প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। একসময় রাজ্যে ছয় শতাধিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কেবল বেতন ব্যবস্থাপনার মতো সীমিত কাজের জন্য প্রতিজনের পেছনে মাসে হাজার ডলার পর্যন্ত আদায় করত।

২০১৯ সালে যেখানে সিডিপ্যাপে ব্যয় ছিল ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ দশমিক ১ বিলিয়নে। ২০২৫ সালে এই ব্যয় ছাড়িয়ে যায় ১২ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে প্রায় আড়াই লাখ রোগী ও চার লাখ কেয়ারগিভার এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ স্বীকার করেছে, এই কর্মসূচি রাজ্যকে এক ধরনের আর্থিক সংকটে ফেলেছে।

একাধিক বড় মামলায় চিত্র আরও স্পষ্ট। ব্রুকলিনের জাকিয়া খান ৬৮ মিলিয়ন ডলারের মেডিকেইড জালিয়াতির দায়ে দোষ স্বীকার করেছেন। আরেক স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান মারিয়ানা লেভিন একশ মিলিয়ন ডলার প্রতারণার দায়ে কারাদণ্ড পান। হোপটেন কেয়ারের সাবেক প্রধান ফারাহ রুবানির বিরুদ্ধেও মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে, যদিও তিনি পরে ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা মেটান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাড়ির ভেতরে হওয়া সেবার কারণে এই জালিয়াতি শনাক্ত করা সবচেয়ে কঠিন। কেউ হাসপাতালে থাকা অবস্থায়ও বিল উঠেছে, এমনকি মৃত্যুর পরও পরিচর্যার বিল জমা দেওয়ার নজির মিলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন কেয়ারগিভার একসঙ্গে ভিন্ন স্থানে থাকা দুই রোগীর পরিচর্যার বিল দেখিয়ে বছরে দুই লাখ ডলারের কাছাকাছি আয়ের হিসাব দাঁড় করিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিজেই সিডিপ্যাপকে নিউইয়র্কের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত কর্মসূচিগুলোর একটি বলে উল্লেখ করেন। সংস্কারের অংশ হিসেবে রাজ্য সরকার শত শত মধ্যস্বত্বভোগী বাদ দিয়ে একক প্রতিষ্ঠান পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসির হাতে পুরো ব্যবস্থাপনা দেয়। রাজ্য কর্তৃপক্ষের দাবি, এতে এক বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে এবং জালিয়াতির পথ অনেকটাই বন্ধ হয়েছে।

‘খালেদা জিয়া নেতৃত্বগুণে দলীয় নেত্রী থেকে জাতীয় নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন’









শেষ পৃষ্ঠায় পর

আবুল কালাম আজাদ।

মাহফিলে বিভিন্ন মিডিয়া সম্পাদক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজ সহ সর্বস্তরের প্রবাসীরা অংশ নেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, টাইম টেলিভিশনের সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. শওকত আলী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা আলী ইমাম শিকদার, সেকিল চৌধুরী, বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সুরুজ্জামান ও গোলাম হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসানুজ্জামান হাসান, আকাশ রহমান, জাকির চৌধুরী, তোফায়েল চৌধুরী লিটন, ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন সহ আরো অনেকে। মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাপ্তাহিক সাদাকালোর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম ও মোতাহার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তরা বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্ম এবং অপসহীন রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন জাতীয় ঐক্যের এক বিরল প্রতীক। তাঁর নামাজে জানাজায় সারাদেশের লাখ লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির সক্ষমতার ঐতিহাসিক প্রমাণ।







ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এইচ-১বি

ভিসার আবেদনের ফিস ১ লাখ ৬ ডলারের একটি প্রক্লেমেশনে সই করেছে। ঘোষণাটি কত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। নূতন এই নীতিমালায় লেবার ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বর্তমান মজুরি বৃদ্ধির। যাতে এইচ-১বি শ্রমিকদের ইউএস শ্রমিকদের তুলনায় বেতন কম না হয় এই মজুরি বৃদ্ধির ফলে তারা যেনো এদেশে প্রযুক্তি, প্রকৌশলী ও স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ইউএস শ্রমিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে সতর্ক করে বলেছে– ১ লাখ ডলার ভিসা ফিস করা এইচ-১বি ভিসার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর আরো আবেদন জানিয়েছেন এবং যারা বর্তমানে ভিসা ইস্যু বা ইউএসএ'তে প্রবেশ করার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের এইচ-১বি আবেদনের জন্য নতুন ১ লাখ ডলার ফিস ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে পূর্বেও প্রকাশ করা হয়েছে। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় একই বিষয়ে প্রকাশ করা হলো। সেই সাথে 'গোল্ডকার্ড' এবং 'প্লাটিনাম' কার্ড সম্পর্কেও প্রকাশ করা হলো।

গোল্ডকার্ডঃ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'গোল্ডকার্ড' প্রোগ্রাম প্রবর্তনে নির্বাহী আদেশে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সই করেছেন। এই কর্মসূচিতে ইউএসএ বিদেশি নাগরিকদের গ্রিনকার্ড দেবে তবে ইউএসএ'কে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান দিতে হবে। এই অনুদান কোন ব্যক্তির জন্য ১ মিলিয়ন ডলার এবং করপোওরেশনের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার। এই অনুদান ইউএসএ'র বাণিজ্য এবং শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

এই কর্মসূচিতে ব্যক্তিগত ১ মিলিয়ন ডলার এবং করপোরেশনের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিলে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তি তরান্বিত হবে।

কমার্স সেক্রেটারি আভাস দিয়েছেন এই কর্মসূচি ইবি-১ এবং ইবি-২ এর ছুলাভিষিক্ত হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস দ্বারা আইনের প্রয়োজন হবে। কারণ, এই দুই ভিসা ক্যাটাগরিতে ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাশনালিটি এ্যাক্টের অধীনে ফেডারেল সংবিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রস্তাবিত 'প্লাটিনাম কার্ড'ঃ গোল্ডকার্ড কর্মসূচির অতিরিক্ত ট্রাম্প ৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি 'প্লাটিনাম কার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। উচ্চতর পদ্ধতি কর্মসূচির অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে– যদি কেউ বছরে ২৭ দিনের অধিক সময় ইউএসএ অবস্থান করে তরে গ্রিনকার্ডধারীদের নন– ইউএস আয়ের কর থেকে মওকুফ পাবেন। তবে প্লাটিনাম কার্ড বাস্তবায়নে কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে।

কখন এই কর্মসূচি চালু হবে?

নির্বাহী আদেশে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে– আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ফিস এবং অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরির সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণের কাজ শুরু করতে। তবে, সুনির্দিষ্টভাবে এবং বাস্তবায়নের সময় বিস্তারিত কী-কী প্রয়োজন তা ঘোষণা করতে হবে।

গোল্ডকার্ড কর্মসূচি প্রচলিত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা এমপ্লয়মেন্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট প্রক্রিয়ার বাইরে বিদেশি নাগরিকদের জন্য একটি নতুন দুয়ার।

জানুয়ারি ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ভিওএস) জানুয়ারি ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৬'র পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডিট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর তাতে করে প্রায়োরিটি তারিখ হবে ঐ তারিখের পূর্বে।

জানুয়ারি ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পারিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেসঃ

প্রথমঃ (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : নভেম্বর ০৮, ২০১৬।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। ডিসেম্বর ০১, ২০১৬।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জানুয়ারি ০৮ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

ভ্রূণ শূকরের শারীরতত্ত্ব শিক্ষা প্রসঙ্গে

রেনে নিকোল ম্যাকলিন

ভাষান্তর: তমিজ উদ্‌দীন লোদী

[সম্প্রতি মিনোপলিস-এ গুলিতে নিহত হয়েছেন কবি রেনে নিকোল গুড। তিনি রেনে নিকোল ম্যাকলিন নামে কবিতা লিখেছেন। তাঁর আলোচ্য কবিতাটি তার হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে।
রেনে নিকল ম্যাকলিন (গুড) ছিলেন একজন কবি, যার পুরস্কারজয়ী কবিতা 'ভ্রূণ শূকর ব্যবচ্ছেদ শেখার প্রসঙ্গে' [On Learning to Dissect Fetal Pigs]. নিঃশব্দ সহিংসতা নিয়ে, কীভাবে বেড়ে ওঠা, বিজ্ঞান ও নির্মল বিশ্লেষণ আমাদের বিস্ময়বোধ, রহস্য ও মানবিকতাকে ছিন্নভিন্ন করে, জীবনের সম্পূর্ণতাকে ট্রেতে সাজানো উন্মুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত করে। আমার বিশ্বাস, রেনের জীবন ও স্মৃতির সঙ্গেও আমরা ঠিক এটাই ঘটতে দেখছি। অনেকের কাছে তার মানবিকতা এখন ক্লিপ, ফ্রিজ ফ্রেম ও আইনি বিশ্লেষণে সংকুচিত হয়ে পড়ছে।]

আমি ফিরে চাই আমার দোলনা চেয়ার,
আত্মমুগ্ধ সূর্যাস্তগুলো,
এবং উপকূলীয় অরণ্যের সেই শব্দ যারা সিকাডাদের ত্রিপদী
আর তেলাপোকার লোমশ পায়ের পাঁচমাত্রার ছন্দ।

আমি থ্রিফট স্টোরে দান করেছি বাইবেল
(প্লাস্টিকের আবর্জনার ব্যাগে ভরে থেঁতলেছি এক অ্যাসিডিক হিমালয়ান লবণের বাতির সঙ্গে-
ওই বাতিস্ম- পরবর্তী বাইবেলগুলো, উগ্রভক্তদের মাংসল হাত থেকে ফুটপাথে কুড়িয়ে পাওয়া,
সহজ-পাঠ্য, প্যারাসাইটিক ধরনের নির্বোধগুলো):
বরং বেশি মনে পড়ে উচ্চ মসৃণ জীববিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের ছবিগুলোর চকচকে রবারের গন্ধ;
সেগুলো আমার নাসারন্ধ্রের ভেতরের লোমগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছিল,
আর লবণ ও কালির দাগ যা আমার তালুতে লেগেছিল।
চাঁদের কাটিংয়ের নিচে রাত দুইটা পঁয়তাল্লিশে আমি পড়ি ও বারবার আবৃত্তি করি

রাইবোজোম
এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা-
ল্যাকটিক অ্যাসিড
গুংকেশর

পাওয়ার্স আর স্টেটসন হিলসের কোণার সেই আই-হপ-এ
আমি বারবার পড়েছি ও খসখস করে লিখেছি যতক্ষণ না তা পথ করে নিয়ে
থেমে গেছে কোথায় যেন আমি এখন আর চিহ্নিত করতে পারি না, হয়তো আমার অন্ত্রে-
হয়তো আমার অগ্ন্যাশয় ও বৃহদান্ত্রের মধ্যবর্তী কোন স্থানেই আমার আত্মার ওই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী।

এখন এটি সেই মাপকাঠি যার দ্বারা আমি সবকিছুকে খাটো করি; কঠোর ধারালো ও বিদীর্ণ-
যে জ্ঞান একসময় বসত, জ্বরাক্রান্ত কপালে রাখা এক ঠাণ্ডা কাপড়চোপড়ের মত।
আমি কি দুটোকে পাশাপাশি থাকতে দিতে পারি? এই চঞ্চল বিশ্বাস আর এই কলেজের বিজ্ঞান
যা ক্লাসরুমের পেছন থেকে বিরূপ মন্তব্য করে-
এখন আমি বিশ্বাস করতে পারি না-
যে বাইবেল ও কুরআন ও ভগবদ্গীতা আমার কানের পেছনে দীর্ঘ চুল সরিয়ে দিচ্ছে
যেমন আস্থা করতেন
ও তাদের মুখ থেকে নিশ্বাস ফেলে বলছেন 'বিস্ময়ের জন্য জায়গা করে দাও-
আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি থুতনির উপর দিয়ে বুকে গড়িয়ে পড়ে আর সারসংক্ষেপ হয়ে যায়:

জীবন কেবলই
ডিম্বাণু ও শুক্রাণু
আর সেই দুইয়ের মিলনস্থল

আর কত ঘন ঘন ও কত ভালোভাবে
এবং সেখানেই কী মারা যায়।

অতিথি পাখি

শারমিন সুলতানা রীনা

প্রখর রৌদ্র পেরিয়ে ছায়া পেতে
অরণ্যের বুকে জড়াতে চেয়েছি
স্বর্ণলতার মতো

ঘুমের বসতি চোখে
তবু নিদ্রাহীন জেগে রই স্বপ্নবান
বৃক্ষের খোঁজে

যে শিখিয়েছে জীবন মানেই
অনিন্দ্য সুন্দরের প্রতিচ্ছবি

বৃক্ষ মানেই তুমি,
যেন এক পরশ পাথরের উপমা
যার সবুজ বুকে অতিথি পাখির
অবুঝ উল্লাস.....



ছায়ার সেতু

আলী আকবর বাবুল

রক্তিম সেতু বেঁধে রেখেছি স্মৃতির মধ্যে,
তুমি হাঁটবে, আমি দেখব- অদৃশ্য, অচেনা।
প্রেম আর দ্রোহের মধ্যে জন্ম নেবে নতুন দ্যুতি,
যা ছায়ার আলোয় ভেসে আসে অগ্নিকণার মতো।
বিরহের নদী কখনও শুকায় না,
এবং প্রতিটি ঢেউ ফিরিয়ে আনে তোমার শব্দ।
আমি গান গাই শূন্যের জন্য,
যেখানে তুমি শোনো না, তবু শুনতে পার।
আমার অন্তর, একটি প্রহরী
যা পাহারা দেয় এক অমর স্মৃতির রাজ্য।
প্রেম আর বিরহের মিলন আজ হয় নক্ষত্রে,
যেখানে আমি তোমার নাম লিখি, অদৃশ্য কলমে।
চূড়ান্ত আলোর ঝলকানিতে আমাদের গল্প অমর।
এখানেই শেষ নয়, বরং নতুন সূচনা।

অভিঘাত

মোস্তফা মঈন

পাথর পাঠিয়ে বের করে আনি আটকে পড়া পাখি

শুনতে পাই ডানা ঝাপটানির শব্দ
পাথরের ভেতর দরোজা ভাঙার আওয়াজ
ভেতর থেকে আঘাত করছে কেউ; চেঁচামেচি করছে!

আমিও বাইরে থেকে লেগে যাই
আরেকটু ভাঙলেই হয়তো হয়; আমি নতজানু হই
হৃদয়ের সুর ঢেলে দিই, জীবন সংকেত

পাথরের ওপর সুরের অভিঘাত করি

হঠাৎ পাথর ফেটে বেরিয়ে আসে একটি পাখি,
উড়াল দেয় অরণ্যে!

দর্শন

মোঃ রহমত আলী

এখানে চাঁদ ধরা যায়,
অথচ জলে নামা যায় না;
রোজ সূর্য দেখা যায়,
তবে ছায়া ধরা যায় না।

পলকেই নক্ষত্র গোনা যায়..
কিন্তু গণনা লিখে রাখা যায় না।

এখানে মেঘ ছোঁয়া যায়,
যদিও বৃষ্টি হওয়া যায় না;
কুয়াশা গায়ে মাখানো যায়,
তবে ধোঁয়াশা কাটানো যায় না।

সত্যি যখন ঘড়ি থেমে যায়....
কিন্তু তখনও সময় থেমে যায় না।

নির্বাচনে প্রার্থিতা: বিদ্রোহে ভুগছে বিএনপি



- বোঝানোর পরও মাঠ ছাড়ছেন না অনেক নেতা
- শরিকদের ছেড়ে দেওয়া আসনেও এই সমস্যা
- শেষ পর্যন্ত বোঝানো হবে, না বুঝলে ব্যবস্থা নেবে দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে দলীয় ও মিত্র দলের প্রার্থীদের পক্ষে ভোটের মাঠে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চায় বিএনপি। কিন্তু কোথাও কোথাও এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন দলের মনোনয়নবঞ্চিত নেতারা। দলের সমর্থন না পেলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে থেকে যাওয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা। এসব প্রার্থীকে বিদ্রোহী বিবেচনা করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার কৌশল নিয়েছে দল। এই নীতিতে বিদ্রোহীদের নির্বাচন থেকে সরাতে আলোচনায় সমঝোতা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা দুই-ই চালু রাখা হয়েছে।

দলীয় সূত্র বলছে, আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে বিদ্রোহীদের অনেককে এরই মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয়েছে। আবার অনেককে বুঝিয়েও লাভ হচ্ছে না। প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় এরই মধ্যে অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপরও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আসনে অন্তত অর্ধশত স্বতন্ত্র বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন। শরিকদের জন্য ছাড় দেওয়া আসনগুলোতেও একই চিত্র।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এই সময়ের আগে বিদ্রোহীদের সরানো না গেলে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে পারে বিএনপি।

দলীয় সূত্র বলছে, বিদ্রোহী প্রার্থীদের মাঠ থেকে সরানোর বিষয়ে সহজে আশা ছাড়ছেন না বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা। নিজেদের ভুল বুঝে দলের সিদ্ধান্ত মেনে বিদ্রোহী প্রার্থীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করবেন বলে তাঁদের প্রত্যাশা। তবে সবাই যে সরবে না, সে বিষয়টিও উঠে এসেছে তাঁদের কথায়।

বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয়ে দলের ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান গতকাল রোববার আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত সময় আছে। চেষ্টা করা হবে তাঁদের (বিদ্রোহী প্রার্থী) বোঝানোর জন্য। তারপর দল থেকে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা, অধিকাংশ বিদ্রোহী প্রার্থীই সরে যাবেন। কিছু হয়তো থাকবেন, থেকে যাবেন। তাঁদের বিষয়ে দল ব্যবস্থা নেবে।'

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোরতার পাশাপাশি আনুগত্যের পুরস্কার দেওয়ার কৌশলও নিয়েছে বিএনপি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দলের সিদ্ধান্ত মেনে ভোলা-৪ আসনে প্রার্থী না হওয়া নাজিম উদ্দিন আলমকে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। দল এটিকে আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে দেখালেও মাঠপর্যায়ে এটিকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দেখছেন তাঁর অনুসারীদের একটি অংশ।

শরিকদের আসনেও সংকট

বিদ্রোহী-সংকট শুধু বিএনপির ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব পড়েছে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর ওপরও। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, গণতন্ত্র মঞ্চ, জাতীয় সমমনা জোট ও গণঅধিকার পরিষদকে ছেড়ে দেওয়া ১৪ আসনে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে।

এর বাইরে কৌশলগত কারণে দল বিলুপ্ত করে এবং সংগঠন ছেড়ে বিএনপির নির্বাচনী মার্কা ধানের শীষ প্রতীকে লড়তে যাচ্ছেন আরও পাঁচ নেতা। তাঁরা হলেন, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ, এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের আরেকাংশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাস। এসব আসনের কোনো কোনোটিতে বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর বাইরে অন্য কোনো প্রার্থীকে মানতে পারছেন না।

বিএনপির মিত্র দলের নেতারা বলছেন, আসন ছাড় দেওয়া হলেও তৃণমূল বিএনপিকে এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা না দেওয়ায় মাঠপর্যায়ে দ্বিধা ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। বিএনপি যেসব আসন শরিকদের ছেড়ে দিয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দলটির সাংগঠনিক সহযোগিতা পাচ্ছেন না মিত্র দলের প্রার্থীরা। অনেক এলাকায় বিএনপির স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থীদের সক্রিয়তায় জোট প্রার্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মিত্র দলের নেতারা সরাসরি বিএনপির চেয়ারম্যান ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির হস্তক্ষেপ চাইছেন।

বিএনপির ঢাকা-১২ আসনে ছাড় পাওয়া প্রার্থী বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আমার আসনে যিনি আগে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবুও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন। এটা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি ও বিরক্তি আছে। কোনো কোনো এলাকায় চাপ ও হুমকিও দেওয়া হচ্ছে মানুষজনকে। তবে আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

শরিকদের আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় এরই মধ্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল আলম (নীরব), কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ শাহ আলম, আবদুল খালেক, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব তরুণ দে, সিলেট জেলা বিএনপির সহসভাপতি মামুনুর রশিদ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'প্রত্যাহারের সময় শেষ হয়নি। আমরা আহ্বান জানিয়েছি দলের সিদ্ধান্তের প্রতি যেন তাঁরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। আশা করছি, তাঁরা প্রত্যাহার করবেন। অনেকে ইতিমধ্যে প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে বলে আশা করছি।'

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি

শেষ পৃষ্ঠায় পর

সোহেল গাজীর নেতৃত্বে নতুন কার্যকরি কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে। দুই পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের নেতৃত্ব দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হারুণ ভূঁইয়া এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য মামুন মিয়াজী। সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সাবেক সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোস্তফা হোসেন মুকুল, সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, উপদেষ্টা প্রফেসর শাহাদাত হাসান, উপদেষ্টা পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খোরশেদ আলম খোকন, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী মুসা, সাবেক সভাপতি বাবুল চৌধুরী, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আজাদ, নবনির্বাচিত সভাপতি রাজু সাহা বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারি, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি প্রমুখ।

নবনির্বাচিত সভাপতি রাজু সাহা বিপ্লব ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী তাদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে এই সংগঠনকে প্রবাসের আদর্শ সংগঠনের পরিণত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তারা রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

২০২৬-২৭ সালের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটি

কার্যকরি কমিটি ২০২৬-২৭ : সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব), সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী, লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাকিল মিয়া, অ্যেঠেভাকেট নুবায়রা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, আহ্নাফ আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আবু তাহের, নুরুল ইসলাম মিলন, ফয়সাল আহমেদ (রিপন), গোলাম আজম রকি, মামুন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, সহ-কোষাধ্যক্ষ ফজলুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান রাসেল, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন মানিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবীর ঢালী, মহিলা সম্পাদক ফারহানা আক্তার শিমু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ সায়েম উল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. আবু তাহের গাজী, দফতর সম্পাদক ওসমান ওমর ফারুক, ক্রীড়া সম্পাদক মো. নিয়াজ মোরশেদ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আবু বক্কর, আপ্যায়ন সম্পাদক মো. মোস্তাক আহমেদ, নির্বাহী সদস্য এসএম মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর, মো. সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, মাওলানা আ. রহমান, মো. বোরহান উদ্দিন, মো. আবু ইউসুফ, মো. মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ, ইমাম সোহেল, মাহমুদুল হাসান, মো. ইকবাল হোসেন, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর), মোমিন হোসেন মিন্টু, মো. সামসুল আলম, পীরজাদা মেহদী হাসান, মো. মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ, মো. সোহরাব খান (টিটু), মো. তানভীর হোসেন রনি, মানিক রাজা, শাহাদাত হোসেন, মো. আলম সরকার ও মো. ফারুক আহমেদ।

সভার দ্বিতীয় পর্বে নবনির্বাচিত কার্যকরি কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব) সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সভাপতি তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। উপস্থিত সদস্যদের পূর্ণ মতামতের ভিত্তিতে ১২ সদস্যের বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং ১৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ : হারুন ভূঁইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, আমিন খান জাকির, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, খোরশেদ আলম খোকন, প্রফেসর শাহাদত হাসান, মনির হোসেন, মাজাহারুল ইসালম চৌধুরী মুসা, জামান তপন, রফিকুর রহমান মিয়া, হাবিব খন্দকার, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, নূর মোহাম্মদ, হুমায়ন কবির ও মোহাম্মদ আজাদ। বোর্ড অব ট্রাস্টি : মো. রফিকুর রহমান, ডা. মঈনুল ইসলাম মিয়া, নার্গিস আহমেদ, মজিবুর রহমান মিয়া, মোর্শেদ আলম, নাজমুল আহসান, ডা. ধনঞ্জয় সাহা, মো. আলম, মনিরুজ্জামান মজুমদার, জসিম রাসেল, নূর আলী স্বপন ও হাসান ইমাম।



জমে উঠেছে অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন





শেষ পৃষ্ঠায় পর শিবানী ধির, মেরী জোবাইদা ও দিয়ানা মরিনো। চূড়ান্ত প্রার্থী হতে চলছে তাদের ভোটার স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। এজন্য প্রতিজন প্রার্থীর প্রয়োজন কমপক্ষে ১৫ হাজার ভোটারের স্বাক্ষর। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচনী এলাকায় (এস্টোরিয়া-লং আইল্যান্ড) ভোটার রয়েছেন আনুমানিক ৮০ হাজারের মতো। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে মেয়র জোহরান মামদানী ও ডিএসএ দিয়ানা মরিনো-কে এনডোর্স করেছেন। অপরদিকে মেরী জোবাইদা-কে এনডোর্স করেছেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অন্যতম প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবাইদার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারনার পাশাপাশি চলছে ফান্ড রেইজিং। প্রতিদিন নির্বাচনী এলাকার 'ডোর টু ডোর' প্রচারণা চালাচ্ছেন মেরী জোবাইদা ও তার সমর্থকগণ। রাতদিন কাজ করছেন তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইন-এর সদস্যরা।

সিটির কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউস্থ সিরাজী কারাহি রেষ্টুরেন্টে গত ৪ জানুয়ারী রোববার এক ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচন শুধু মেরী জোবাইদার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বপ্ন জড়িত। বক্তারা মেরী জোবাইদাকে জয়ী করতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরমান চৌধুরী, আব্দুল আজীজ ভূইয়া, ইমাম শামসে আলী, ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, আফতাব মান্নান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে মেরী জোবাইদার সমর্থনে সিটির এস্টোরিয়ায় একই দিন (৪ জানুয়ারী) আরো একটি ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐদিন দুপুরে স্থানীয় হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে এস্টোরিয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে মেরি জোবাইদা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রানা চৌধুরী, ফখরুল আলম, আব্দুর রহীম হাওলাদার, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, জাহাঙ্গীর আলম ও এস্টোরিয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মেরী জোবাইদার সমর্থনে এক সপ্তাহের মধ্যে দেড় হাজার ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ, ফান্ড রেইজ, আগাম ভোটে অংশগ্রহন এবং নির্বাচনের দিন ভোটারদের কেন্দ্রে আনার বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আরো উল্লেখ্য, আগামী ২৪ জানুয়ারী থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইলেকশন ডে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেক আপ
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেষ্টরল, এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- হজ্ব ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM



আযাদ-জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

২-এর পৃষ্ঠায় পর

হওয়া তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে কমিশন।

এ ছাড়া শনিবার আরও যাঁরা প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন তাঁরা হলেন রংপুর-৪-এ স্বতন্ত্র মো. শাহ আলম বাসার, শরীয়তপুর-১-এ স্বতন্ত্র মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, শরীয়তপুর-৩-এ জাতীয় পার্টির মো. আব্দুল হান্নান, নরসিংদী-১-এ জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল, নারায়ণগঞ্জ-৪-এ জাতীয় পার্টির মো. ছালাউদ্দিন খোকা, ফরিদপুর-৪-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মিজানুর রহমান, গাজীপুর-৫-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. রুহুল আমীন, চট্টগ্রাম-১১-তে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নুরউদ্দিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২-এ জাতীয় পার্টির মু. খুরশিদ আলম, রাজশাহী-৫-এ বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির মো. আলতাফ হোসেন মোল্লা, কুমিল্লা-১-এ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, লালমনির হাট-১-এ স্বতন্ত্র আবু সামা মো. রেদওয়ানুল হক, ঢাকা-১৮-তে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আনোয়ার হোসেন, চাঁদপুর-২-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মানসুর আহমদ সাকী, মাদারীপুর-২-এ স্বতন্ত্র মুহা. কামরুল ইসলাম সাইদ, বগুড়া-৩-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. শাহজাহান আলী তালুকদার, কিশোরগঞ্জ-৪-এ স্বতন্ত্র মো. শাহীন রেজা চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ-৫-এ স্বতন্ত্র শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল, কিশোরগঞ্জ-১-এ খেলাফত মজলিসের আহমদ আলী, চাঁদপুর-১-এ জাতীয় পার্টির হাবিব খান, কুমিল্লা-৯-এ খেলাফত মজলিসের মো. আবদুল হক আমিন, নেত্রকোনা-৪-এ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চম্পা রানী সরকার, ময়মনসিংহ-৭-এ বিএনপির ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান, পঞ্চগড়-১ ও ২-এ জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) আল রাশেদ প্রধান, নরসিংদী-৫-এ বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মশিউর রহমান, মাগুরা-২-এ জাতীয় পার্টির মশিয়ার রহমান, কিশোরগঞ্জ-৪-এ স্বতন্ত্র কাজী রেহা কবির, হবিগঞ্জ-৪-এ এবি পার্টির মোকাম্মেল হোসেন, গাইবান্ধা-১-এ স্বতন্ত্র মো. মোস্তফা মহসিন, গোপালগঞ্জ-২-এ স্বতন্ত্র কামরুজ্জামান ভূইয়া, ঝালকাঠি-১-এ জাতীয় পার্টির মো. কামরুজ্জামান খান, শরীয়তপুর-১-এ স্বতন্ত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গাজীপুর-৩-এ ইসলামী ঐক্য জোটের মো. মুফতি শামীম আহমেদ, টাঙ্গাইল-১-এ স্বতন্ত্র মোহাম্মদ আলী, শরীয়তপুর-১-এ বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির নুর মোহাম্মদ মিয়া, গাজীপুর-২-এ স্বতন্ত্র মো. সালাহউদ্দিন সরকার, গাজীপুর-১-এ জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ-১-এ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হেদায়াতুল্লাহ হাদী, গাজীপুর-৫-এ জাতীয় পার্টির ডা. মো. সফিউদ্দিন সরকার, ফেনী-১-এ বাংলাদেশ কংগ্রেসের ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী, হবিগঞ্জ-১-এ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-(জাসদ) কাজী তোফায়েল আহম্মেদ, বগুড়া-৬-এ বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) দিলরুবা নূরী, নরসিংদী-২-এ ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইব্রাহীম, নড়াইল-২-এ জাতীয় পার্টির খন্দকার ফায়েকুজ্জামান, দিনাজপুর-৬-এ স্বতন্ত্র মো. শাহনেওয়াজ ফিরোজ শুভ শাহ্, খুলনা-৫-এ জাতীয় পার্টির শামিম আরা পারভীন (ইয়াসমীন), ঢাকা-১৮-তে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সৈয়দ হারুন-অর-রশীদ, কুড়িগ্রাম-২-এ জাতীয় পার্টির পনির উদ্দিন আহমেদ।

যাঁদের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে

নরসিংদী-৪-এ বাংলাদেশ কংগ্রেসের কাজী শরিফুল ইসলাম, বাগেরহাট-১-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুজিবর রহমান শামীম, রংপুর-১-এ জাতীয় পার্টির মো. মঞ্জুম আলী, গোপালগঞ্জ-২-এ স্বতন্ত্র রনী মোল্লা, ঢাকা-৩-এ স্বতন্ত্র মো. মনির হোসেন, খুলনা-৬-এ স্বতন্ত্র মো. আছাদুল বিশ্বাস, ঢাকা-৩-এ জাতীয় পার্টির মো. ফারুক, নাটোর-১-এ খেলাফত মজলিসের মো. আজাবুল হক, নড়াইল-১-এ স্বতন্ত্র মো. উজ্জ্বল মোল্যা, পাবনা-৩-এ গণঅধিকার পরিষদের মো. হাসানুল ইসলাম, খুলনা-৩-এ স্বতন্ত্র আব্দুর রউফ মোল্যা (অনুপস্থিত), কুমিল্লা-১-এ স্বতন্ত্র আবু জায়েদ আল মাহমুদ, ঢাকা-১৮-তে স্বতন্ত্র মো. মহিউদ্দিন হাওলাদার, কক্সবাজার-৩-এ মো. ইলিয়াছ মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫-এ স্বতন্ত্র মুছা সিরাজী।

যাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত

মুন্সিগঞ্জ-৩-এ স্বতন্ত্র মো. মহিউদ্দিন, যশোর-৫-এ স্বতন্ত্র মো. কামরুজ্জামান ও পটুয়াখালী-৩-এ স্বতন্ত্র মিজানুর রহমান বাবু।

ফুটবল মার্কায় লড়তে চাই: জারা

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পর নির্বাচন ভবনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তাসনিম জারা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে আপিল মঞ্জুর হয়েছে। আমার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

জারা বলেন, রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাতিল করার পর থেকে এক সপ্তাহ তাঁকে 'অন্য রকম' অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেশ-বিদেশে সবাই দোয়া করেছেন, অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। জারা বলেন, 'আমার পছন্দের মার্কা ফুটবল। আমরা এখন ফুটবল প্রতীক চেয়ে আবেদন করব। সবার সমর্থন নিয়ে লড়াই করতে পারব।'

মব দমনের তাগিদ শামীমের

জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী নিজ দলের প্রার্থীদের প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার শুনানিতে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'ইসির দাঁত আছে। মব দমনে তাদের দাঁতসহ কামড় দিতে হবে। মব দমন না করে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। শামীম বলেন, 'মবের কারণে আমাদের অনেক প্রার্থী ছোটখাটো ত্রুটি দূর করতে পারেননি। রিটার্নিং কর্মকর্তা ভয়ে আমাদের প্রার্থীদের কাগজপত্র নিতে পারেননি। আমাদের দল থেকে ২৪৪ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২২৪ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ৩০ জনের মতো প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। আর ২৫ জনের বেশি আপিল করেছিলেন।'









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাণিজ্যিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন বড় ব্যবসা নতুনভাবে বিনিয়োগ চালাতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

আমেরিকায় ১ মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব ২ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশস্থ এসেসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের মাধ্যমে সহজে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

দেশে কোন জোলসীয় মামলা/পরিচালনা হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব্যবস্থার সুবিধা দিতে পারেন এবং দুই-তিন পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এপয়েন্টমেন্ট সহ সকল ধরনের রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনকর্পোরেশন, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রোডাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

আল-ইখলাস মসজিদে মুসল্লিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মেরি জোবাইদা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

গত ৯ই জানুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমা তিনি মুসল্লীদের সাথে কথা বলেন এবং ভোট ও দোয়া কামনা করেন। এই সময় তার সমর্থনে স্বাক্ষর কার্যক্রমে অংশ নেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজ আমিন মেহেদি বাবু সহ আরো অনেকে। এছাড়াও এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটির বিভিন্ন মসজিদে আগত মুসল্লিদের কাছ থেকে মেরি জোবাইদার সমর্থনে স্বাক্ষর কার্যক্রমে আংশ নেন ভলান্টিয়াররা।









PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী ইউএসএ'র অভিষেক অনুষ্ঠিত

শেষ পৃষ্ঠায় পর

১০ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নতুন কর্মকর্তারা পরিচিত হন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মেরি জোবাইদা, শেখ আল মামুন, এম এ বারী বাদল, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক, ডা. সায়েরা হক, মাসুদ রহমান, বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী ইউএসএ-এর নবনির্বাচিত সভাপতি নাসির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও কোষাধ্যক্ষ ফয়সল মনি। সব শেষে ছিলো সংগীতানুষ্ঠান। বিপুল সংখ্যক বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী ও কমিউনিটির নারী-পুরুষ অনুষ্ঠান অংশ নেয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি বৃহত্তর ময়মনসিংহয়ের ৬টি জেলা এবং ৬১টি থানার প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত।











MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
banglapatrikausa@gmail.com
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket. Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.

Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শামীম আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদের সঞ্চালনায় সভায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সংগঠনের ৬জন উপদেষ্টা নিয়োগ,রমজানের ইফতার ও কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা এবং বিবিধ।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ৩ মার্চ মঙ্গলবার গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে পবিত্র রমজান মাসের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।এবং সংগঠনের ৬জন উপদেষ্টা নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি কাজী রবিউজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম,কোষাধ্যক্ষ হুমায়ন কবীর সোহেল,সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দেব,প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান,ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সফিকুর রহমান,আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিৎ কিশোর দাস চৌধুরী,মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জুলি রহমান,সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিথুন দেব,ক্রীড়া সম্পাদক রায়হান পারভেজ,কার্যকরী সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা,সদস্য জহুরুল ইসলাম,সদস্য কাজীরুল ইসলাম শিপন,সদস্য মহিবুল হক,সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম প্রমুখ।



NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.

COMPLETE BODY REPAIR

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai
President
718-551-1405

OPEN 24 HOURS

35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers | CenterLight Health System | Anthem | Hamaspik Managed Care | MetroPlusHealth | SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW: 718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suite C, Ozone Park, NY 11416

AFFORDABLE
INCLUSIVE
NEW YORK



VOTE

VOTE FOR

MARY
JOBAIDA

LONG ISLAND CITY
ASTORIA

NYS
ASSEMBLY
DISTRICT 36

MARY JOBAIDA



The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ১৬ : সোমবার, জানুয়ারি ১২, ২০২৬
পৌষ ২৮, ১৪৩২ রজব ২২, ১৪৪৭

Vol. 30 : Issue 16 : January 12, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্কে সিডিপ্যাপ এর নামে ১.২ বিলিয়ন জালিয়াতি!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচি, 'কনজ্যুমার ডাইরেক্টেড পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম' বা সিডিপ্যাপ একের পর এক জালিয়াতি ও অপচয়ের অভিযোগে আবারও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। স্টেট ও ফেডারেল তদন্তে উঠে এসেছে, গত কয়েক বছরে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতারক চক্র ও মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে নষ্ট হয়েছে প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞরা ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আগামী ২৬ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল

বাড়তে পারে ট্যাক্স রিফান্ড, ফর্ম 'শিডিউল ওয়ান-এ' বাধ্যতামূলক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ট্যাক্সদাতার জন্য ট্যাক্স রিফান্ড প্রত্যাশার চেয়েও বেশি হতে পারে। ২০২৫ সালের ফেডারেল ট্যাক্স আইনে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে ২০২৬ সালের ফাইলিং মৌসুমে। তবে এই সম্ভাব্য সুখবরের পাশাপাশি থাকছে জটিলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে বিলম্বের আশঙ্কাও।

আইআরএস জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলকারীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যক্তিগত ট্যাক্সদাতাকে আর কাগজের চেকের মাধ্যমে রিফান্ড দেওয়া হবে না। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট ডিপোজিটই হবে প্রধান মাধ্যম।



এ বছর রিফান্ড পাওয়া যাবে ডিরেক্ট ডিপোজিট কিংবা ডিজিটাল ওয়ালেটে

যাঁরা ডাইরেক্ট ডিপোজিটের তথ্য না দিয়ে রিটার্ন জমা দেবেন, তাঁদের রিফান্ড পেতে বিলম্ব ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস পর্ব-৬

সিরাজুল ইসলাম কাদির





আমির আমজাহ'র (Amir Amzah) প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা আওড়াতে ইচ্ছে করছিল। তাই নিজের অজান্তে মৃদুস্বরে পড়ছিলাম;

Her beauty glows
like a full moon
Light glems on her silky eyes

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আল-ইখলাস মসজিদে মুসল্লিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মেরি জোবাইদা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচন আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরি জোবাইদা তার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে এস্টোরিয়ার ইসলামিক কংগ্রেস ইনক আল-ইখলাস মসজিদে মুসল্লিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন। ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার ব্রঙ্কসের স্ট্রালিং বাংলাবাজারের একটি চাইনিজ ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন





বাকা'র সাধারণ সভায় সভাপতি সারওয়ার, সম্পাদক রুহেল পুনর্নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: উৎসবমুখর পরিবেশে এবং নতুন উদ্যমে প্রবাসে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'বাংলাদেশি আমেরিকান ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী ইউএসএ'র অভিষেক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী ইউএসএ ইনক এর নবনির্বাচিত কমিটি অভিষিক্ত হয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের স্বজনদের সুরক্ষা বাতিলে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত

সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারেন ফেডারেল বিচারক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য থাকা অস্থায়ী আইনি সুরক্ষা বাতিলের ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে যাচ্ছেন ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যামাইকা ও এস্টোরিয়ায় মেরি জোবাইদার ফান্ড রাইজিং

জমে উঠেছে অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার। নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর শূন্য আসনের বিশেষ এই নির্বাচন জমে উঠেছে। এই নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তারা হলেন- রানা আবদেলহামিদ, ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়া স্মরণে নিউইয়র্কে নাগরিক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক সমাজের উদ্যোগে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট এবং পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: অবশেষে হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত হলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নিউইয়র্ক সিটির নব নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর ঐতিহাসিক বৈঠক। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ঘিরে হোয়াইট হাউস সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়। গণমাধ্যমগুলোর খবরে বৈঠকটি দুর্দান্ত এবং ফলপ্রসূ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈঠকটি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় কোন কোন ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি

নিউইয়র্ক: রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৪ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে রাজু সাহা বিপ্লব এবং ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com